আলকুরআনে উদাহরণ

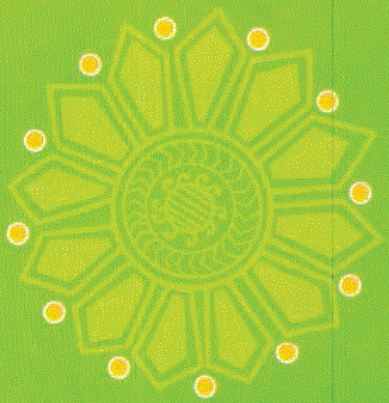

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

আলকুরআনে উদাহরণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

www.waytojannah.com

আলকুরআনে উদাহরণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ্ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০৮
ভাদ্র ১৪১৫
শাবান ১৪২৯

নির্ধারিত মূল্য : ৫০.০০ টাকা (বোর্ড বাঁধাই)
: ৪০.০০ টাকা (আর্ট কার্ড বাঁধাই)

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Al-Quraan-e Udahron (Examples of Al-Quraan). By **Prof. Mujibur Rahman,** Al-Islah Prokasoni, Mohishal Bari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh. **1st Publication** : August 2008

Fixed Price: 50.00 Tk. (Board Binding),
40.00 Tk. (Art Card Binding)

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

১.	আল্লাহর পথই আলোকিত পথ	৭
২.	মশার উপমা দিয়ে শিক্ষা	৭
৩.	তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত	৮
৪.	জন্তু জানোয়ার রাখালের ডাক শুনে না	৯
৫.	জান্নাতের জন্য কষ্ট ও বিপদ পাড়ি দিতে হবে	১০
৬.	আল্লাহর পথে খরচ করলে অনেক লাভ	১১
৭.	লোক দেখানো খরচের ফলাফল শুন্য	১১
৮.	আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচের সুফল	১২
৯.	হযরত ঈসা আঃ এর সৃষ্টি আদম আঃ এর মত	১৩
১০.	কাফেরদের খরচ একেবারে বরবাদ	১৪
১১.	নফসের গোলাম ও মিথ্যাবাদীরা দুনিয়ার কুকুর	১৪
১২.	দুনিয়ার জীবন কচুর পাতার পানির মত	১৫
১৩.	অন্ধ-বধির ও দৃষ্টিমান-শ্রবণশীল এক হতে পারে না	১৬
১৪.	জান্নাতের উদাহরণ	১৭
১৫.	কাফেরদের আমল যেন উড়ন্ত ছাই	১৮
১৬.	কালেমা তাইয়্যেবার উদাহরণ	১৯
১৭.	নাপাক কালেমার উদাহরণ	২০
১৮.	আখেরাতে অবিশ্বাসীরাই খারাপ উদাহরণের যোগ্য	২০
১৯.	সকল উদাহরণ দিয়ে কুরআন বুঝানো হয়েছে	২১
২০.	দু'জনের দুটি বাগান	২২
২১.	নানাভাবে লোকদের কুরআন বুঝিয়েছি	২৬
২২.	আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা নিজেরাই দুর্বল	২৭
২৩.	অতীত জাতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ	২৮
২৪.	আসমান জমীনের নূর আল্লাহ	২৯
২৫.	নতুন কথার জবাব সাথে সাথেই	৩০

২৬.	মাকড়সার ঘর সবচেয়ে দূর্বল ঘর	৩০
২৭.	গোলাম আর মালিক সমকক্ষ হয় না	৩১
২৮.	উপমা অনেক দেয়া হয়েছে	৩২
২৯.	একটা জনবসতীর কাহিনী	৩২
৩০.	প্রথম সৃষ্টি যার, পরের সৃষ্টি তার	৩৪
৩১.	বহু মনিবের চেয়ে এক মনিবের গোলামী ভাল	৩৪
৩২.	ফেরাউন ও তার বাহিনী ইতিহাস হয়ে গেল	৩৯
৩৩.	মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ আল্লাহর এক বান্দাহ	৪০
৩৪.	দুনিয়ার জীবন একটা মন ভুলানো খেলা	৪১
৩৫.	শয়তান কুফরী করতে বলে কেটে পড়ে	৪২
৩৬.	কিতাবধারী অমান্যকারীগণ কিতাববাহী গাধার মত	৪২
৩৭.	ঈমানদারের ঘরে কাফের এবং কাফেরের ঘরে ঈমানদার মহিলা	৪৩
৩৮.	জাহান্নামের কর্মকর্তার সংখ্যা কাফেরদের জন্য ফিতনা	৪৪
৩৯.	সুতা কাটার পর তা ধ্বংস করা	৪৫
৪০.	গাছ-কলম, সমুদ্র-কালি হলেও আল্লাহর প্রশংসা শেষ হবে না	৪৬
৪১.	আল্লাহর ভয়ে পাহাড়ও ধ্বসে যায়	৪৭
৪২.	তাদেরকে আবর্জনার মত করে ছুঁড়ে ফেললাম	৪৮
৪৩.	নূহ, হুদ ও সালেহ জাতির মত আযাব থেকে হুঁশিয়ার	৪৯
৪৪.	কারুনকে ও তার প্রাসাদকে জমীনে পুঁতে ফেললাম	৫০
৪৫.	আদম আঃ এর দু'পুত্রের গল্প	৫২
৪৬.	একটি সুন্দর জনপদ কুফরীর কারণে ধ্বংস হল	৫৩
৪৭.	বোবা-বধির আর ভাল মানুষ এক হতে পারে না	৫৪
৪৮.	মালিক ও গোলাম সমান হতে পারে না	৫৪
৪৯.	পিপড়ার উদাহরণ	৫৫
৫০.	মানব সৃষ্টির উদাহরণ	৫৬
৫১.	কৃষকের বীজ ও ফসলের উদাহরণ	৬৩
৫২.	খাবার পানির উদাহরণ	৬৫
৫৩.	আগুনের উদাহরণ	৬৮
৫৪.	সূঁচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ অসম্ভব	৭০
৫৫.	উপসংহার	৭১

ভূমিকা

আলকুরআনে বর্ণিত উদাহরণগুলো খুবই আকর্ষনীয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যাদের কাজই ছিল মানুষকে বুঝানো এবং আল্লাহর পথে পরিচালনা করা। হেদায়েতের এ মহান সাধনা সকল নবী রাসুল করে গেছেন। নবী রাসূলগন চলে গেছেন। কিন্তু এখনও একাজ চালু আছে। তাদের অনুসারীগন এ দায়িত্ব পালন করছেন। সর্বশেষ কিতাব আল্লাহর কালাম আলকুরআনসহ এসেছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার রেখে যাওয়া কিতাব ও কাজ আমাদের সামনে আছে। মানুষকে হেদায়েতের জন্য কুরআন মাজিদে শুধু উপদেশই নাই, বরং অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এ কথাটি সূরা যুমার এর ২৭ নম্বরে বলা হয়েছে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

"আমরা এই কুরআনে মানুষের হেদায়েতের জন্য তাদের সামনে নানা রকমের উদাহরণ সমূহ পেশ করেছি যেন এদের হুঁশ হয়।" বর্তমান এই বইটিতে চেষ্টা করা হয়েছে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালা পরিবেশিত সেই উদাহরণ সমূহকে একত্রিত করার। কতটুকু সফলতা এসেছে জানি না, তবে পাঠকের হাতে এটি পৌছলে পরবর্তীতে জানা যাবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ তায়ালা তার মহান ইলমের ভান্ডার হতে যে সব উদাহরণ, দৃষ্টান্ত বা উপমা পেশ করেছেন তা বহু পাঠকের দৃষ্টি শক্তি আকর্ষণ করতে সক্ষম। একেবারে অন্ধ না হলে অহীর আলোতে পথ চলার কাজটি সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'An example is better than precept' উপদেশ দেয়ার চেয়ে একটি দৃষ্টান্ত পেশ অনেক বেশী কার্যকর। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বুঝানোর জন্য সকল উপায়ই প্রয়োগ করেছেন। নবী রাসূলগন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। নবী রাসূলগনের প্রতিনিধি হিসেবে সারা বিশ্বের উলামায়ে কেরাম এ প্রচেষ্টা অব্যাহত

রেখেছেন। তাই মানুষকে সতর্ক করার জন্য কুরআনে বর্ণিত কিছু উদাহরণমালা এখানে উল্লেখ করা হল।

দুনিয়ার জীবন মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এবং আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করতে হবে। এ সময়টুকুকে 'চোখের পলক' এর ব্যবধান এর সাথে উদাহরণ দিয়ে কুরআন মাজিদে দু'যায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা নহল ৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا
كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আর যমীন আসমানের গোপন কার্যক্রম তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিয়ামত কায়েম হবার ব্যাপারে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। শুধু এতটুকু সময়মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে, বরং তার চেয়েও কম। আসল ব্যাপার হল আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন। আর এক যায়গায় সূরা ক্বামার ৫০-৫১ নম্বর আয়াতে উদাহরণ প্রয়োগ করে বলা হয়েছে–

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

আর আমাদের সিদ্ধান্ত একটি একক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং তা চোখের নিমেষের মধ্যে কার্যকর হয়ে যায়। তোমাদের ন্যায় বহু কেউকেটাকে আমরা ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি। আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

বইটি প্রকাশে উৎসাহ যুগিয়েছেন ও সহযোগীতা করেছেন বিশিষ্ট ব্যাংকার বন্ধুবর জনাব নজিবুর রহমান, জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী জনাব জাহাংগীর কবীর, জনাব সমশের আলী, জনাব শরীফ আলামীন ও জনাব রাশিদুল হাসান। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে জাজায়ে খায়ের-উত্তম পুরস্কার দান করুন– আমীন।

মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

www.waytojannah.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর পথই আলোকিত পথ

আলো জ্বালানো হয় অন্ধকার দূর করার জন্য। অন্ধকার দূর হলে সব পরিস্কার ভাবে দেখা যায়। তাই ইসলামের আলো যখন আল্লাহর এক বান্দাহ্ জ্বালালো তখন জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূরীভূত হল। আশা করা যায় যে তখন আলোর পথে এসে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোকেরা হেদায়াত নিবে। কিন্তু মুনাফেক যারা তারা তাদের প্রবৃত্তি পুজায় এতটা মগ্ন ও অন্ধ হয়ে গেল যে তারা সেই আলোতে কিছুই দেখতে পেলো না।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

'তাদের দৃষ্টান্ত যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, তখন পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি হরণ করে নিলেন তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেললেন যে অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

–বাকারা ঃ ১৭

এখানে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে আলো বলা হয়েছে। প্রবৃত্তি পূজায় এত অন্ধ হয়ে গেছে যে কিছুই দেখতে পায় না। ফলে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছেন- তারা পথ দেখতে পায় না।

মশার উপমা দিয়ে শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা তার বিধানকে পরিস্কারভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ঘটনা ও উদাহরণ তুলে ধরেছেন তার কিতাবে। কাফের ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে অভিযোগ করত এ কেমন কিতাব যেখানে তুচ্ছ বিষয় ও সাধারণ

বস্তু দ্বারা উদাহরণ দেয়া হচ্ছে? আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য সকল ঘটনা ও বিষয় বস্তুর অবতারনা করতে লজ্জা পান না। এ কথা সূরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ
أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ
بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

বস্তুত ঃ আল্লাহ মশা এমন কি তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতর জিনিষের উদাহরণ পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। যারা সত্যকামী ঈমানদার তারা এ উদাহরণসমূহ দেখেই জানতে পারে যে এটা সত্যই তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে। আর যারা মানতে প্রস্তুত না তারা সেই দৃষ্টান্তসমূহ শুনে বলতে শুরু করে যে এ ধরনের উদাহরণের সাথে খোদার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এভাবে আল্লাহতায়ালা একই কথা দ্বারা বহুলোককে বিভ্রান্ত করেন এবং বহু লোকদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর বিভ্রান্ত শুধু ফাসেকরাই হয়। –বাকারা ঃ ২৬

তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত

মানুষকে হেদায়াত করার জন্য আল্লাহ বহু উপদেশ, নিদর্শন, উদাহরণ ও ঘটনাবলী অবতারনা করেছেন। কিন্তু এরপরও কিছু লোক আছে যারা এসব উপদেশ উদাহরণ ও ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয় না। তাদের বাপ দাদার রসম, রেওয়াজ আঁকড়িয়ে ধরে থাকে, তা ছাড়তে চায় না। তাদের অন্তর গুলো খুবই কঠিন হয়ে গেছে। সে সব অন্তরগুলোকে পাথরের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে তাদের অন্তরগুলো পাথরের চেয়েও শক্ত।

www.waytojannah.com

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ
مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ দেখতে পাওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তাদের মন কঠিন হয়ে গেছে। পাথরের মত কঠিন কিংবা তার চেয়েও কঠিন। কোন কোন পাথর এমন আছে যার মধ্য হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোন কোনটি ভেংগে দীর্ণ হয়ে যায় এবং তার মধ্য হতে পানিধারা উৎসারিত হয়। আর কোন কোনটি আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপাতিত হয়। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই বেখেয়াল নন। –বাকারা ঃ ৭৪

জন্তু জানোয়ার রাখালের ডাক শুনে না

যারা কাফের তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ডাক শুনে না। শুনেও বুঝতে পারেনা। যেমন একজন রাখাল তার জানোয়ারগুলোকে ডাকে কিন্তু তারা তার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। যুগে যুগে নবী রাসুলগণ আল্লাহর পথে মানুষকে ডেকেছেন- কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীগণ তাদের ডাকে সাড়া দেইনি। বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে বাধা দিয়েছে। সত্যের আওয়াজ তাদের কানে পৌছে নাই, হয়ত শুধু আওয়াজ পৌছেছে কিন্তু বুঝে নাই, কবুল করে নাই।

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

'এসব লোকেরা যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা ঠিক এরূপ, রাখাল জন্তুগুলোকে ডাকে কিন্তু তারা এ ডাকের আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না, এরা বধির বোবা অন্ধ এজন্য এরা কোন কথা বুঝতে পারে না। –বাকারা ঃ ১৭১

জান্নাতের জন্য কষ্ট ও বিপদ পাড়ি দিতে হবে

দুনিয়াতে যে কোন জিনিষ অর্জন করার জন্য কষ্ট করতে হয়। যে জিনিষের মূল্য ও মর্যাদা যত বেশী তা পেতে তত বেশী কষ্ট করতে হয়। জান্নাত অত্যন্ত মূল্যবান, মহা মূল্যবান স্থান। জান্নাত পাওয়ার জন্য বিপদ মসীবত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। এক হাদীসে এসেছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতকে পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে দুঃখ-কষ্ট ও মসীবত দ্বারা।"

অতীতে নবী রাসূল ও সাহাবাগণ বহু কষ্ট করে গেছেন এবং জান্নাতে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজেদের শরীর রক্ত-রঞ্জিত হয়ে গেছে। জান্নাত এত মূল্যহীন নয় যে, কোন কষ্ট স্বীকার করবে না- এমনিই জান্নাত লাভ করবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

তোমরা কি মনে করেছ অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদাপদ আবর্তিত হয় নাই। তাদের উপর বহু কঠিন বিপদাপদ, কষ্ট, কঠোরতা আবর্তিত হয়েছে, অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে- এমনকি তদানীন্তন রাসুল ও তার সঙ্গীগন আর্তনাদ করে উঠেছে আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদের শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

–বাকারাঃ ২১৪

আল্লাহর পথে খরচ করলে অনেক লাভ

দুনিয়ায় কোন কিছু অর্জন করলে মাল ও জান দুটোই নিয়োগ করতে হয়। শারীরিক চেষ্টার সাথে সাথে অর্থ খরচও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ খরচ করা ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। আল্লাহর দ্বীন বিজয় করার দায়িত্ব পালন করার জন্য মাল ও জান দুটোই প্রয়োজন। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে ও খরচ করে হাদীসে তাদেরকে সাত লক্ষ গুণ সওয়াব দানের কথা বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন–

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ
لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

যারা নিজেদের ধন-মাল আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন একটি বীজ বপন করা হল, তা থেকে সাতটি ছড়া বের হল, প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি করে দানা হল- আল্লাহ যাকে চান তার কাজের পুরস্কার বৃদ্ধি করে দেন। তিনি উদারহস্ত ও সর্বাভিজ্ঞ। –বাকারাঃ ২৬১

লোক দেখানো খরচের ফলাফল শুন্য

প্রতিটি কাজে তার নিয়াত অনুসারে ফলাফল দেয়া হয়ে থাকে। নিয়াত গুণে ফল- কথাটি প্রবাদ আকারে চালু আছে। মানুষ যখন কোন কাজ লোক দেখানোর জন্য করে থাকে তখন সে তো দুনিয়ার মানুষের কাছেই ফলাফল চেয়ে থাকে। ফলে দুনিয়াতেই তার পাওনা শেষ হয়ে যায়। সে আখেরাতে কিছু পাবার আশায় যেহেতু কাজটি করে নি, তাই সেখানে তার কোন ফল সে পাবে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

হে ঈমানদারগন তোমরা তোমাদের নিজেদের দান খয়রাতের কথা বলে গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে উহাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, না সে আল্লাহর উপর না আখেরাতের উপর ঈমান রাখে। তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি পাথর যার উপর মাটির আস্তরণ পড়েছে। যখন এর উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়ে গেল, গোটা পাথরটি নির্মল পরিস্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান করে যে পূণ্য অর্জন করে তার কিছুই তার হাতে আসে না। আর কাফেরদের হেদায়েত করা আল্লাহর কাজ নয়।

–বাকারা ঃ ২৬৪

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচের সুফল

প্রতিটি কাজ আল্লাহকে খুশি করার জন্য করা উচিত। কারণ আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা হলে সমস্ত জীবন আখেরাতে সুফল পাওয়া যাবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিসরে টার্গেট করে কাজ করলে সুফলও ক্ষণস্থায়ী হবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হল যে, কোন কাজের পুরস্কার দীর্ঘ সময়ের জন্য পাওয়ার চেষ্টা করা- যা কিনা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব।

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

'পক্ষান্তরে যারা নিজের ধন-সম্পদ খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোন উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেনুই তার জন্য যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর তার সবই আল্লাহর গোচরীভূত আছে। –বাকারাঃ ২৬৫

হযরত ঈসা আঃ এর সৃষ্টি আদম আঃ এর মত

পিতা ছাড়া জন্ম গ্রহণ করাই যদি কারো পক্ষে খোদার পুত্র হবার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে তাহলে, আদম আঃ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ খৃষ্টানদের অধিকতর উচিত ছিল। কারণ ঈসা আঃ এর জন্ম ছিল শুধু পিতা ছাড়া, কিন্তু হযরত আদম আঃ তো মা ও বাপ উভয় ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন।

হযরত আদম আঃ কে পিতা মাতা ছাড়া সৃষ্টি যদি মেনে নিতে পারে তবে শুধু পিতা ছাড়া হযরত ঈসা আঃ এর সৃষ্টিকে তারা কেন মেনে নিতে পারবে না?

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

তোমার নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মত, এরূপে যে আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে 'হও, আর সে হয়ে গেল।' –আলে ইমরান ঃ ৫৯

একথাটিই প্রকৃত সত্য কথা যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষনা করা হয়েছে। তাই যারা সন্দেহ পোষণ করে তাদের মত না হবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

কাফেরদের খরচ একেবারে বরবাদ

যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে কুফরী অবলম্বন করে তাদের কোন কাজই আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। না তাদের ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে, না তাদের ছেলেমেয়ে কোন উপকারে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তারা জাহান্নামী এবং চিরদিন তাদেরকে সেখানে থাকতে হবে। তারা এ দুনিয়ায় থেকে যা কিছুই খরচ করুক না কেন তা তাদের কোন উপকারে আসবে না।

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

'তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে তা সেই বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে অত্যন্ত ঠান্ডা রয়েছে এবং তা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে তাদের জমির ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ওকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন জুলুম করেনি, মূলতঃ এরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে।

–আলে ইমরান ঃ ১১৭

নফসের গোলাম ও মিথ্যাবাদীরা দুনিয়ার কুকুর

আল্লাহর আয়াত কে মিথ্যা মনে করা কতবড় অপরাধ এ আয়াতের উদাহরণ থেকে বুঝা যায়। কুকুরকে মানুষ খারাপ বলেই জানে, কুকুরের সাথে তুলনা

করলে মানুষ ক্ষেপে যায়। সেই কুত্তার সাথেই তুলনা করা হয়েছে তাদেরকে যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে করে। কুকুরের লটকানো জিহ্বা এবং টপকাতে থাকা লালারস তার সদা প্রজ্জ্বলমান লালসার আগুন ও চির অতৃপ্ত বাসনার পরিচয় বহন করে। একটি মৃত আস্ত গরুকে একটি কুকুর একা খেতে না পারলেও তার খাবারের কাছে কেউ আসুক কুকুরটি তা বরদাশত্ করতে পারে না- ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ
هَوَىٰهُ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ
ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

তার অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল, তুমি তার উপর আক্রমণ করলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে, আর ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে। আমাদের আয়াত সমূহকে যারা মিথ্যা মনে করে তাদের দৃষ্টান্ত এটাই। তুমি তাদেরকে এ কাহিনী শুনাতে থাক। সম্ভবতঃ এরা কিছু চিন্তাভাবনা করবে। বড়ই খারাপ দৃষ্টান্ত সেই লোকদের যারা আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতে থাকে।

–আরাফ ঃ ১৭৬ - ১৭৭

দুনিয়ার জীবন কচুর পাতার পানির মত

যারা দুনিয়াকে ভোগ করার জন্য নফসের গোলাম হয়ে গেছে- দুনিয়ার জীবনের নেশায় মত্ত হয়ে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করছে তারা যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যে কোন সময় আজরাইল আঃ এসে তাদের জান কব্জ করে নিতে পারে, এ ধারণা তারা করে না। তারা সতর্ক হয় না। কচুর পাতার পানি মুহূর্তের মধ্যেই গড়ে পড়ে যায়, কোন স্থায়ীত্ব নেই। তাদের জীবনও যে ঠুনকো এবং ভংগুর একথা স্মরণে রাখে না।

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত এমন যেন আমরা আকাশ হতে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে যমীন উৎপাদন করল যা মানুষ ও জন্তু সকলে খায়, এগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। পরে ঠিক সে সময় যখন যমিন ফসলে ভরপুর ছিল, ক্ষেত খামারগুলো ছিল শস্য শ্যামল চাকচিক্যময়, তার মালিকগন মনে করছিল আমরা এখন ওগুলো ভোগ করতে সক্ষম। তখন সহসা রাত্রিকালে বা দিবাভাগে আমার নির্দেশ এসে পৌছল। আমরা ওকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম যেন কাল সেখানে কিছুই ছিলনা। এভাবে আমরা বিস্তারিতভাবে নিদর্শনসমূহ পেশ করি তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝতে পারে।

–ইউনুস ঃ ২৪

অন্ধ-বধির ও দৃষ্টিমান-শ্রবণশীল এক হতে পারে না

ঈমানদার লোক আল্লাহর বিধান মেনে চলে। ফলে আল্লাহ তার উপর খুশী থাকে, আখেরাতে তাকে জান্নাতে আরামে থাকার ব্যবস্থা করবেন। অপর পক্ষে কাফের ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মানে না এবং আল্লাহর বিধান ইসলামের বিপক্ষে ভূমিকা পালন করে। ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তার উপর থাকে। আখেরাতে তাকে কঠিন শাস্তির জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে সে মহাকষ্ট ও যাতনার মধ্যে অবস্থান করবে। এ দু'ধরণের লোক এক সমান হতে পারে না। যে লোকের চোখ ও কান ভাল আছে, সে সব দেখতে পায়,

শুনতে পায়, তার কোন কষ্ট হয় না। অপর পক্ষে যার চোখ নেই- অন্ধ এবং কান নেই- বধির, সে কোন কিছু দেখতে পায় না, কোন কিছু শুনতেও পায় না। ফলে তার চলা ফিরায় ভীষণ কষ্ট ও অসুবিধা হয়। ঈমানদার লোক চোখ কানওয়ালা, তার কোন কষ্ট হয় না, হবে না। আর কাফির লোক চোখ কান বিহীন অন্ধ ও বধির, তার কষ্টের শেষ নেই।

۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

এই দুই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এরূপ। যেমন একটি লোক তো অন্ধ ও বধির, অপর লোকটি দৃষ্টিমান ও শ্রবণশীল। এ দু'জন কি সমান হতে পারে? তোমরা কি কোন শিক্ষাই গ্রহন করো না? –হুদঃ ২৪

জান্নাতের উদাহরণ

যারা আল্লাহর কিতাবকে মেনে নিয়েছে ও সৎকাজ করেছে তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের প্রতি আল্লাহ খুশী হয়ে জান্নাত দান করেছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কথায় জান্নাতের সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। "কোন চোখ তা দেখেনি, কোন কান তা শোনে নি ও কোন হৃদয় তা চিন্তা করতে পারবে না।"

জান্নাত শান্তি ও আরামের যায়গা, আরামের জন্য এক বাগান, যেখানে আল্লাহর সকল নিয়ামত পূর্ণ থাকবে। যারা সেখানে যাবে তারা যা চাবে তাই পাবে, সেখানে কোন অভাব থাকবে না। 'Jannat is that abode where there is no want.'

۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿٣٥﴾

মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় এই যে, তার নিম্নদেশ হতে নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তার ফল ফলাদি চিরন্তন, তার ছায়া অবিনশ্বর। এটা মুত্তাকী লোকদের পরিনাম। আর সত্য অমান্যকারী কাফেরদের পরিনতি এই যে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে। –রাদ ঃ ৩৫

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَـٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَـٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَـٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّـٰرِبِينَ وَأَنْهَـٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَـٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় হচ্ছে
১. তাতে দুর্গন্ধমুক্ত সুমিষ্ট পানির স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে
২. দুধের ঝর্ণা প্রবাহমান থাকবে যা কখনও বিস্বাদ হবে না
৩. পানকারীদের জন্য থাকবে সুধার নহর যা সুস্বাদু (৪) থাকবে পরিশোধীত মধুর নহর (৫) সেখানে থাকবে তাদের জন্য সব রকমের ফল এবং (৬) তাদের রবের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা। মুত্তাকীগন কি সেই লোকদের মত হবে যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং ফুটন্ত পানি পান করবে যাতে তাদের নাড়ি ভূঁড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে? –মুহাম্মদ ঃ ১৫

কাফেরদের আমল যেন উড়ন্ত ছাই

প্রত্যেক মানুষই কাজ করে। কেউ ভাল কাজ করে কেউ খারাপ কাজ করে। ঈমানদার লোকদের আমল আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য যেহেতু তারা ভাল কাজ করে এবং আল্লাহর কাছে আখেরাতের ফল পাওয়ার আশা করে। অন্যদিকে একজন কাফের যে আল্লাহকে মানে না, আখেরাতে বিশ্বাস নেই, তার কাজের কোন ফল আখেরাতে পাবে এমন কোন ধারণাও তার নেই।

তাই তার কাজের কোন মূল্য হবে না। সে যত ভাল কাজই করুক না কেন, ঈমান না থাকার দরুন সব কাজই বৃথা হয়ে যাবে, নিস্ফল হয়ে যাবে। ছাই যেমন ঝড়ো বাতাসে উড়ে যায় তার আমল তেমনিভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়।

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا۟ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ

যে সকল লোক তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে তাদের কাজের দৃষ্টান্ত সেই ভস্মের মত যাকে এক ঝটিকাপূর্ণ দিনের ঝড়ো হাওয়া উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের কৃত কর্মের কোন ফলই পেতে পারবে না। ইহাই প্রথম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতা। –ইবরাহীম ঃ ১৮

কালেমা তাইয়্যেবার উদাহরণ

কালেমা তাইয়্যেবা একটি মহাসত্য বাক্য। এই সৎবাক্যটির তুলনা দেয়া হয়েছে একটি ভাল গাছের সাথে। ভাল গাছের সবই ভাল। ডালপালা, শিকড়, কান্ড, পাতা ফুল ফল সবই সুন্দর। গাছটি হয় মজবুত, কেউ তাকে উঠিয়ে ফেলতে পারে না, তার ডালপালা চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে। তার ছায়ায় মানুষ উপকার পায়, পাতার অংশ পশু-পাখির খাবার হয়, ফুল দেখার মত হয়, ফল খেয়ে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য মজবুত হয়। বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধিত হয়। কালেমা তাইয়্যেবার ধারক ও বাহকগণ তেমনি সকলের জন্য কল্যাণকর।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তায়ালা কালেমায়ে তাইয়্যেবা কোন জিনিষের সাথে তুলনা করেছেন? তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, যেন একটি ভাল জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে, শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌছে গেছে। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর নির্দেশে নিজের ফল দান করছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ এজন্য দিচ্ছেন যেন লোকেরা এ থেকে সবক গ্রহন করে। –ইবরাহীম ঃ ২৪-২৫

নাপাক কালেমার উদাহরণ

মিথ্যা কথা, মন্দ কথা, কুফর ও শিরকের কথা সব কিছুই নাপাক কালেমা। দুনিয়ায় যত অশান্তির আগুন সৃষ্টি হয় তার মূলে মিথ্যা কথা ও মন্দ কথা দেখা যায়। রক্তপাত, বিশৃঙ্খলা, দূর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, যেনা, ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া সহ সকল প্রকার খারাপ কাজ এ নাপাক কালেমার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। নাপাক কালেমার শিকড়ের গভীরতা মোটেই থাকে না, যে কেউ, যে কোন সময় টান দিয়ে তা মূলোৎপাটিত করতে পারে। মানবতার জন্য ক্ষতিকারক এই নাপাক কালেমা। এই নাপাক কালেমা থেকে দুরে থাকতে হবে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

নাপাক কালেমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি খারাপ জাতের গাছ যা মাটির উপরিভাগ হতে তুলে ফেলা যায়, তার কোন দৃঢ়তা নেই। –ইবরাহীম ঃ ২৬

আখেরাতে অবিশ্বাসীরাই খারাপ উদাহরণের যোগ্য

জাহেলী সময়ে আরবদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুখ কালো হয়ে যেত এবং ছয় বছর উত্তীর্ণ হলেই জংগলের মধ্যে গর্ত খনন করে ধাক্কা মেরে কন্যাটিকে ফেলে দিত। নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার শেষ ধাপ ছিল, গর্তে পতিত

চিৎকাররত কন্যাকে মাটিচাপা দেয়া। যে কন্যাকে তারা তাদের জন্য অপমানকর মনে করত, তারাই আবার ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করত। এমনিতেই আল্লাহর কোন সন্তান নির্ধারণ করা শিরক। তাও আবার পূত্র সন্তান নয়, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান নির্ধারণ করত। কত নীচ ও খারাপ চিন্তার লোক হলে এ ধরণের শিরক করতে পারে। আখেরাতে অবিশ্বাসী হলেই এধরণের নিষ্ঠুর ও খারাপ কাজ করতে পারে।

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

খারাপ উদাহরণের যোগ্য তো সেই লোকেরা যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আর আল্লাহর জন্য তো সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত উদাহরণ শোভনীয়। তিনি তো সকলের উপর বিজয়ী। তিনি পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়। –নাহল ঃ ৬০

সকল উদাহরণ দিয়ে কুরআন বুঝানো হয়েছে

আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিকে খুবই ভালবাসেন। তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে (বনি আদমকে) এত বেশী ভালবাসা ও সম্মান দিয়েছেন যে, পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত বা গোলামী করার জন্য। তাই কিভাবে আল্লাহর গোলামী করতে হবে তা সুন্দরভাবে ও পৃঙ্খানুপুঙ্খভাবে কুরআন মাজিদে বলে দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিধানগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন মানুষের উচিত আল্লাহর পূর্ণ গোলামী করা। সবকিছু দিয়ে মানুষকে বুঝানো হয়েছে এ কথা।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

আমরা এই কুরআন লোকদেরকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হল না। –বনি ইসরাইল ঃ ৮৯

দু'জনের দুটি বাগান

* وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾

www.waytojannah.com

قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ
ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ
إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾

وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾

هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ
بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

www.waytojannah.com

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۖ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

লোকদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত পেশ কর' দু'ব্যক্তি ছিল। তন্মধ্যে আমরা একজনকে আঙ্গুরের দুটি বাগান দিলাম এবং তার চারদিকে খেজুরের গাছ লাগানো হল এবং মাঝখানে চাষের জমিও রেখে দেয়া হয়েছে। দুটি বাগানই ফুলে ফলে সুশোভিত হল, তাতে কোন কমতি থাকল না। আমরা সে বাগানের মধ্যে ঝরনা প্রবাহিত করলাম। এতে তার যথেষ্ট মুনাফা হল। এসব কিছু পেয়ে একদিন সে তার প্রতিবেশীর সাথে কথাবার্তা বলার সময় বলল' আমি তোমার অপেক্ষা অনেক বেশী ধনী লোক, আর তোমার চেয়ে আমার জনশক্তিও বেশী। অতঃপর সে নিজে জালেম হয়ে বাগানে প্রবেশ করল আর মনে মনে বললঃ আমি মনে করি না যে আমার এ সম্পদ কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমার এ আশাও নাই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত কখনও আসবে। তা সত্বেও যদি আমাকে কখনো আমার খোদার

সামনে উপস্থিত করা হয়ই, তা'হলে আমি সেখানেও অপেক্ষাকৃত অধিক সম্মান লাভ করব।

তার প্রতিবেশী কথা প্রসঙ্গে তাকে বলল, তুমি কি কুফরী কর সেই মহান আল্লাহর সাথে যিনি তোমাকে মাটি থেকে ও শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছেন, আর তোমাকে এক পূর্ণাঙ্গ দেহ সম্পন্ন মানুষ করে দিলেন? তারপর আমার কর্তা আমার রব তো সেই আল্লাহই, আর আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না। তুমি যখন বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন তোমার মুখ থেকে কেন একথা বের হল না যে আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি নেই (আল্লাহ যা চান তাই হবে)। যদি তুমি আমাকে ধনবল ও জনবলে তোমার অপেক্ষা ছোট মনে কর। অসম্ভব নয় যে আমার রব আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উত্তম জিনিষ দান করবেন, আর তোমার বাগানের উপর আসমান থেকে কোন বিপদ পাঠিয়ে দিবেন যার ফলে তা শুন্য ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে। অথবা বাগানের পানি মাটির নীচে চলে যাবে, আর তুমি তা কিছুতেই বের করতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ফল বিনষ্ট হল এবং সে তার বাগানকে শুষ্ক ডালির উপর উল্টানো দেখে তার নিয়োগকৃত পূঁজির হাত মলতে লাগল আর বলতে লাগল 'হায়; আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম! আল্লাহকে ত্যাগ করার পর তার নিকট এমন কোন বাহিনীও থাকল না যারা তাকে সাহায্য করবে, আর না পারল সে নিজে মোকাবিলা করতে। যখন সে বুঝল কর্ম সম্পাদনের যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি যে পুরস্কার দেন তাই উত্তম। আর পরিণাম তাই উত্তম যা তিনি দেন। আর হে নবী লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের মূল তত্ত্ব এ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও যে, আমরা আসমান হতে পানি বর্ষাই আর যমিনে গাছ গাছড়ার চারা খুব ঘন হয়ে মাথা জাগায়। পরে সেই শ্যামল গাছপালা ভুষিতে পরিণত হয়, আর বাতাস তা উড়িয়ে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ধনমাল আর সন্তান সন্ততি শুধু দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্যময় বিষয় মাত্র। স্থায়ী নেক আমলই তোমার রবের নিকট পরিনামের দৃষ্টিতে অতি উত্তম আর এর প্রতিই ভাল আশা পোষণ করা উচিত। সেদিনের চিন্তা করাই উচিত যে দিন আমরা পাহাড় পর্বতগুলোকে চালিত করব, তখন তুমি জমীনকে উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এমনভাবে ঘিরে একত্র করব যে কেউ বাকী থাকবে না।

সকলকেই তোমার রবের সামনে কাতারবন্দী করে উপস্থিত করা হবে। তোমরা আমার নিকট ঠিক তেমনিভাবে এসে গেলে যেমন ভাবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরা তো মনে করেছিলে যে আমরা তোমাদের জন্য ওয়াদার সময় নির্দিষ্টই করে দিই নাই।

তখন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। অতঃপর তোমরা দেখবে অপরাধী লোকেরা কেতাবে লিখিত বিষয় সম্পর্কে খুব ভয় পাচ্ছে আর বলছে হায় দূর্ভাগ্য এ কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট বড় কোন কাজই ছেড়ে দেয় নাই যা এতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তারা যে যা করেছিল তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার রব কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

–কাহাফঃ ৩২-৪৯

নানাভাবে লোকদের কুরআন বুঝিয়েছি

কুরআন মাজিদ মানুষের কল্যাণের জন্য নাযিল হয়েছে। কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে মানুষের অকল্যাণ তার সব কথাই কুরআন মাজিদ বলে দিয়েছে। এজন্য উপমা প্রয়োগ করেও বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যখন মানুষের কাছে তাদের হেদায়েতের জন্য কুরআন আসল তখন তারা তা মানার জন্য এগিয়ে আসল না। অতীতে আল্লাহর কিতাবের সাথে যারাই খারাপ আচরণ করেছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্যই কুরআন মাজিদ এসব উদাহরণ প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

আমরা এই কুরআনে নানাভাবে লোকদের বুঝিয়েছি। কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে হয়ে পড়েছে। -কাহাফঃ ৫৪

আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা নিজেরাই দূর্বল

আল্লাহই সর্বশক্তিমান। তিনি সকলকে পয়দা করেছেন, তিনিই সকলের খাবার দিয়েছেন এবং সকলকে রক্ষা করছেন। মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে ডাকে তার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। কিন্তু যাদেরকে তারা ডাকে প্রকৃতপক্ষে তারা এত দূর্বল যে, তারা নিজেরাই নিজেদের অভাব পূরণ করতে পারে না, অন্যের অভাব পূরণ করবে কিভাবে? তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারেনা অন্যকে রক্ষা করবে কিভাবে?

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

হে লোকসকল, তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেয়া হচ্ছে, মন দিয়ে শুনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকছ তারা সকলে মিলে একটা মাছিও তৈরী করতে পারে না। মাছি যদি তাদের নিকট হতে কোন জিনিষ কেড়ে নিয়ে যায় তবে তারা তা ছাড়িয়ে নিতেও পারে না। সাহায্য প্রার্থনাকারীও দূর্বল, যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তারাও দূর্বল।

–হজ্জঃ ৭৩

অতীত জাতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ

মানুষকে হেদায়েত করার জন্য যুগে যুগে নবী এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতির কাছে নবী পাঠিয়েছেন। কোন জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তাদের কাছে রাসুল না পাঠান।

আগের কালের জাতিগুলোর কাছে বারে বারে নবী পাঠানো হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোন জাতির কাছে নবী পাঠানো হয়েছে তখনই সেই জাতির পক্ষ থেকে বিরোধীতা করা হয়েছে। এমন কখনও হয়নি যে নবী তাদের কাছে আসল আর তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেনি। ফলাফল হল যারাই নবীর বিরোধীতা করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে, তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহনের জন্য তাদের উদাহরণ পেশ করেছেন। আল্লাহর বিধান মেনে না চললে যে ধ্বংস হতে হবে সে কথা বারবার বিভিন্ন জাতির উল্লেখ করে বলা হয়েছে। ইতিহাসের এটাও শিক্ষা যে অতীত জাতি থেকে শিক্ষা না নিয়ে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যাতে তোমরা ধ্বংস না হও সেজন্য আবারো উল্লেখ করা হয়েছে। আদ, সামুদ, আইকাবাসী, লূত জাতি, নুহের জাতি, রসবাসী সহ বিভিন্ন জাতি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াত মিথ্যা মনে করে ধ্বংস হয়ে গেছে।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় হেদায়াত সম্পন্ন আয়াত তোমাদের নিকট নাযিল করেছি, আর সেই জাতিগুলোর শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত সমূহও আমরা তোমাদের সামনে পেশ করেছি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ দিয়েছি। –নুরঃ ৩৪

فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

পরে তাদের মধ্যে যারা অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। অতীত জাতির ধ্বংসের এ উদাহরণ এভাবেই চলে এসেছে। –যুখরুফঃ ৮

আসমান জমীনের নূর আল্লাহ

এই পৃথিবীতে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা আল্লাহর নূরের বদৌলতেই পাচ্ছে। প্রদীপের সাথে আল্লাহর সত্ত্বা, তাক এর সাথে বিশ্ব ব্যবস্থা, ফানুসের সাথে সেই আবরণের তুলনা করা হয়েছে যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রেখেছেন। সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি তাকে দেখতে এজন্যই অক্ষম যে নূর এত তীব্র যে, সীমাবদ্ধ চোখ তার অনুভূতি গ্রহনে অসমর্থ। জয়তুনের বরকতওয়ালা গাছের তেল থেকে সবচেয়ে বেশী উজ্জল আলো পাওয়া যেত।

۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

আল্লাহ আকাশমন্ডল ও জমীনের নূর। তার নূরের উদাহরণ এরূপ যেমন, একটি তাকের উপর প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা ফানুসের মধ্যে, ফানুসের অবস্থা এরূপ যেমন, মতির মত ঝকমক করা তারকা, আর সেই চেরাগ জয়তুনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের তেল দ্বারা উজ্জল করা হয় যা না পূর্বের, না পশ্চিমের। যার তেল আপনা আপনি জ্বলে উঠে, তাতে আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক, নূরের উপর নূর। আল্লাহ তার নূরের

দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনি লোকদেরকে দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা কথা বুঝিয়ে থাকেন। তিনি সকল বিষয়ে ভালভাবে ওয়াকিফহাল।

–নুরঃ ৩৫

নুতন কথার জবাব সাথে সাথেই

কুরআন মাজিদে মানুষকে বুঝানোর জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সেদিকে খেয়াল করা হয়েছে। যখনই নুতন নুতন প্রশ্ন করা হয়েছে তখনই তার জবাব দেয়া হয়েছে। কোন কিছু অন্ধকারে রাখা হয় নাই। কুরআনকে ভালভাবে মন-মগজে বসানোর জন্য তা একসাথে নাজিল করা হয় নি। বরং প্রয়োজন অনুসারে এক বিশেষ ধারায় নাজিল করা হয়েছে।

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

আর যখনই তারা তোমার সামনে কোন নুতন কথা (আশ্চর্যজনক প্রশ্ন, উপমা) নিয়ে এসেছে তার জবাব আমরা তোমাকে সংগে সংগে জানিয়েছি এবং অতি উত্তমভাবে মূল কথাকে ব্যক্ত করেছি। –ফুরকানঃ ৩৩

মাকড়সার ঘর সবচেয়ে দূর্বল ঘর

মাকড়সা তার ঘর বানায় পোকা শিকার করে খাবার জন্য। কিন্তু এ ঘর এত দুর্বল যে, যে কোন সময় মানুষ বা জীবজন্তু চলা ফিরার সময় এটা নষ্ট হয়ে যায়। যার দ্বারা ঘরটি ভেংগে যায় সে টেরও পায় না। এই মাকড়সার ঘর যেমন ভংগুর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকে তাদের অবস্থাও ঐ রকম ভংগুর এবং দূর্বল। একটা ছোট শিশুও মাকড়সার ঘরের জালকে তার আংগুল দিয়ে নিমিশে মিটিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী। তার মোকাবিলায় বাকীরা সবাই দূর্বল।

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

যে সব লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মত, উহা নিজের একটা ঘর বানায়। আর সকল ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দূর্বল ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর। হায় এ লোকেরা যদি তা জানত। –আনকাবুতঃ ৪১

গোলাম আর মালিক সমকক্ষ হয় না

একজন মালিক চায় না যে তার অধীনস্থ গোলাম তার সমান-সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করুক। মালিক গোলামের চেয়ে সব সময় বেশী উঁচুতে থাকতে চায়। তা সম্মানের দিক দিয়েই হোক বা সম্পদের দিক দিয়েই হোক। তাই মানুষ যখন মালিক হিসেবে তার অধীনস্থ গোলামের সাথে একাকার বা অংশীদার হতে চায় না, তখন সে কেন আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানাবে?

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

তিনি তোমাদের নিজেদের ব্যাপার হতেই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তোমাদের মালিকানাধীন গোলামদের মধ্যে কিছু গোলাম এমন আছে কি যারা আমাদের দেয়া সম্পদে তোমাদের সাথে সমানভাবে শরীক হবে? আর তোমরা তাদেরকে তেমনি ভয় করতে যেমন নিজেদের সমান লোকদেরকে ভয় করে থাক। এভাবে আমরা আয়াতসমূহকে খুলে খুলে পেশ করি তাদের জন্য যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। –রুমঃ ২৮

উপমা অনেক দেয়া হয়েছে

আল্লাহতায়ালা কুরআনকে বুঝার জন্য ও অপরকে বুঝানোর জন্যই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এজন্য এটি এক যোগে না পাঠিয়ে আস্তে আস্তে প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুপাতে আয়াতগুলোকে নাজিল করেছেন। কিন্তু যারা জাহেল তাদেরকে যত উদাহরণ দিয়েই বুঝানো হোক তারা মানবে না। মনে হয় তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِـَٔايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

আমরা এই কুরআন লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি। তুমি তাদের কাছে যে নির্দেশই নিয়ে এস না কেন, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা তো এটাই বলবে যে তোমরা বাতিলের উপর রয়েছ। –রুমঃ ৫৮

একটা জনবসতির কাহিনী

রাসুলগণ জনবসতির লোকদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করার সময় তারা তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছে তার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে আমাদেরকেও সবর ও দাওয়াতী কাজের শিক্ষা নিতে হবে–

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَـٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

قَالُوا۟ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

قَالُوا۟ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٧﴾

قَالُوٓا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا۟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সেই জনবসতির কাহিনী শুনাও, যখন সেখানে রসুলগণ এসেছিলেন। আমরা তাদের প্রতি দু'জন রসূল পাঠালাম তারা এ দু'জনকেই মিথ্যা মনে করল। পরে আমরা তৃতীয় জনকে সাহায্যের জন্য পাঠালাম, তারা সকলেই বলল "আমরা তোমাদের প্রতি রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। জনবসতির লোকেরা বলল 'তোমরা তো কিছুই নও' আমাদের মত মানুষ মাত্র। আর রহমান খোদা কখনই কোন জিনিষ নাজিল করেন নি, তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ। রসূলগণ বললেন "আমাদের খোদা জানেন, আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট পয়গাম পৌছানো ছাড়া আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। বসতির লোকেরা বলল, আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের দূর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা তোমাদেরকে পাথর মারব এবং আমাদের নিকট হতে বড় মর্মান্তিক শাস্তি পাবে। রসূলগণ জবাব দিলেন, তোমাদের দূর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের কপালের সংগে লেগে আছে। এসব কথা কি তোমরা এ জন্য বলছ যে, তোমাদেরকে নসিহত করা হয়েছে। আসল কথা তোমরা বড় সীমা লংঘনকারী লোক। ইতোমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে

বলল 'হে আমার জাতির লোকেরা' রাসূলগণের আনুগত্য কবুল কর, মেনে চল সেই লোকদেরকে যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিফল বা মজুরী চায় না এবং সঠিক পথে আছে। আমি সেই সত্তার বন্দেগী কেন করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যার নিকট তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। -ইয়াসীনঃ ১৩- ২২

প্রথম সৃষ্টি যার, পরের সৃষ্টি তার

অবিশ্বাসী কাফের যারা তারা মৃত্যুর পর আবার সৃষ্টি করার ব্যাপারটিকে আশ্চর্যজনক মনে করে। তারা বলে মরার পরে লাশ পচে গলে মাটি হয়ে যাবে- তাকে আবার কি করে জীবিত করবে। একবার কাফের কুরাইশদের এক নেতা গোরস্থান থেকে মানুষের পচা হাড্ডি সংগ্রহ করে। তারপর পচা হাড্ডিকে বাতাসের উজানে দুই আংগুলে গুড়া করে ফু দিয়ে উড়িয়ে বলে এই পচা হাড্ডিকে আবার কে জিন্দা করবে? জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলে দিলেন-

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

এখন সে আমাদের উপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম - সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলে 'কে এই হাড্ডিগুলোকে জীবন্ত করবে, যখন তা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে'? তাকে বল, এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন। -ইয়াসীনঃ ৭৮-৭৯

বহু মনিবের চেয়ে এক মনিবের গোলামী ভাল

একজন চাকরের একজন মনিব হলে তার পক্ষে তার মনিবের হুকুম বুঝতে ও মানতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সেই চাকরের যদি বেশী সংখ্যক মনিব থাকে

www.waytojannah.com

তাহলে তার পক্ষে মনিব সমূহের হুকুম শুনাও কঠিন আর তা পালন করা আরো কঠিন। কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভবও বটে। একই সময়ে একজন মনিব এক হুকুম দিল, অন্য মনিব আর একটা হুকুম দিল। এখন চাকর কোন মনিবের হুকুমটা মানবে আর কোন মনিবের হুকুম অমান্য করবে? তাই একাধিক মনিবের গোলামী অসম্ভব। মানুষের মনিব একজনই তিনি হলেন আল্লাহ- তার কোন শরীক নেই। এখানে শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য দেখানো হয়েছে ।

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত দেন- এক ব্যক্তি তো সে যার মালিকানায় বহু সংখ্যক বাঁকা স্বভাবের মনিব শরীক হয়ে আছে, যারা তাকে নিজেদের দিকে টানে। অপর ব্যক্তি পুরাপুরিভাবে একই মনিবের গোলাম। এ দুজনের অবস্থা কি একই রকম হতে পারে? প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে আছে। –যুমারঃ ২৯

তাফহীমুল কুরআন আয়াতটির খুব সুন্দর ব্যাখা করেছে, এখানে হুবহু তা পেশ করা হলো–

এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য এবং মানুষের জীবনের উপর উভয়ের প্রভাব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। এটা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত শব্দে এতবড় একটা বিষয় এতদূর প্রভাবপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যে ব্যক্তির বহু সংখ্যক মালিক ও মনিব রয়েছে এবং প্রত্যেকেই তাকে নিজের নিজের দিকে টানতে থাকে, আর সে মালিকগনও এমন উগ্রস্বভাবের যে, যে-ই তাকে নিজের কাজে লাগায় সেই তাকে অন্য মালিকের কাজে লাগাবার ও সে জন্য দৌড়াদৌড়ি করার একটুও অবকাশ দেয় না। আর তাদের পরস্পর বিরোধী আদেশগুলির মধ্যে যার হুকুমই

পালন করতে সে অসমর্থ থেকে যায়, সেই তাকে শুধু কড়া শাসন করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না। এরূপ ব্যক্তির জীবন যে কত সংকীর্ণ, দুঃসহ ও জর্জরিত হবে তা সকলেই বুঝতে পারে। কিন্তু যার এরূপ অবস্থা নয় যে মাত্র একজন মনিবের গোলাম, বা চাকর, একজন ছাড়া অপর কারো মর্জি হাসিল করার জন্য যার কোন খেদমত বা কাজ করতে হয় না, সে তো মহা নিশ্চিন্ততা ও নির্লিপ্ততার জীবন যাপন করতে সক্ষম। এই দৃষ্টান্ত আসলে খুবই সহজ, সুস্পষ্ট। এটা বুঝবার জন্য খুব বেশী চিন্তা গবেষণা করার প্রয়োজন হয় না। বস্তুত এক আল্লার বন্দেগী করায় মানুষ যে শান্তি, নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তি লাভ করতে পারে, তা বহু সংখ্যক খোদার বন্দেগিতে আদৌ লাভ করা সম্ভব হয় না। এই দৃষ্টান্ত হতে তা বুঝতে পারা করো পক্ষেই কঠিন হয় না।

এই প্রসঙ্গে এই কথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, বহু সংখ্যক কড়া স্বভাবের ও পারস্পরিক বিবাদমান মাবুদ ও মনিবের এই দৃষ্টান্তটি কিন্তু প্রস্তর বা মাটি নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে আদৌ খাটে না। ইহা জীবন্ত মনিবদের সম্পর্কেই পুরাপুরি সত্য হয়। কেননা এরাই তো কার্যত একটি মানুষকে পরস্পর বিরোধী কাজের হুকুম দিয়ে থাকে এবং বাস্তবভাবেই প্রত্যেকে তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে- প্রস্তর বা মাটি নির্মিত প্রতিমা কি কখনো কোন কাজের হুকুম দেয়, অথবা কি কাকেও নিজের খেদমতের জন্য ডাকে? ... ইহা জীবন্ত মনিব-মালিকদের কাজ। একটা মালিক হল মানুষের নিজের নাফস। ইহা মানুষের ভিতরে আসন গেড়ে বসে রয়েছে। ইহা মানুষের সামনে নানা প্রকারের বাসনা-লালসা পেশ করে ও তা পরিপূরণে তাকে বাধ্য করে। তাছাড়া ঘরে, পরিবারে, কবীলা-বেরাদরীতে, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রে, ধর্মনেতা, শাসক, আইন-বিধান প্রণেতাদের মধ্যে, ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে এবং দুনিয়ার সভ্যতা সংস্কৃতিতে, প্রতিপত্তি সম্পন্ন শক্তিগুলির মধ্যে-এক কথায় সর্বত্র বহু মালিক ও মনিব রয়েছে, তাদের দাবী দাওয়া পরস্পর বিরোধী, প্রতি মুহূর্তে তা মানুষকে নিজের দিকে ডাকতে থাকে।

www.waytojannah.com

ইহা একজনের নির্দেশ পালনে ও দাবী পূরণে মানুষ ত্রুটি করলে সেই পরিমন্ডলে সে তাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না- যদিও প্রত্যেকের শাস্তি দানের হাতিয়ার আলাদা-আলাদা। কেও মন খারাপ করে বসে, কেউ বিরাগ ভাজন হয়, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করে, কেউ দেউলিয়া বানিয়ে দেয়। কেউ ধর্মীয় দিক দিয়ে আঘাত হানে, কেউ আইনের প্যাঁচে ফেলে। এ একটি কঠিন সংকীর্ণ অবস্থা। তাওহীদের আকীদা ছাড়া আদর্শ গ্রহন করে কেবলমাত্র এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন শুরু করা ও এরূপ মর্মান্তিক অবস্থা হতে মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নাই, থাকতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। তাওহীদের আদর্শ গ্রহণেরও দু'টি উপায় রয়েছে এবং তার ফলাফলও ভিন্ন ভিন্ন। একটি পন্থা এই যে, মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে থাকার ফয়সালা করবে এবং পরিবেশ এই ব্যাপারে তার সাথে সহযোগী হবে না। এরূপ অবস্থায় বাইরের দ্বন্দ্ব ও সংকীর্ণতা তার জন্য পূর্বাপেক্ষাও অধিক তীব্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সে যদি সাচ্চা অন্তরে এই নীতি গ্রহণ করে, তবে আভ্যন্তরীণ ও অন্তরের দিক দিয়ে সেই পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি অবশ্যই লাভ করবে। নফসের যে খায়েশ-বাসনা-ইচ্ছা আল্লাহর বিধানের বিপরীত হবে তাকে সে প্রত্যাখ্যান করবে। সে বংশ-পরিবার, গোত্র-কবীলা, জাতি, সরকার, ধর্ম-নেতা অর্থনৈতিক প্রভূ, মালিকদের ও আল্লাহ বিরোধী কোন দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না। এর ফলে তার অসীম ও অসামান্য দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হতে পারে- হতে পারে নয় অবশ্যই হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির দিল মনে করবে, আমি যে আল্লার বান্দাহ, তাঁর সকল অধিকারই আমার উপর বর্তে। আমার আল্লাহর হুকুমের বিপরীত তাদের বন্দেগী করা আমার কর্তব্য নয়। তার দিলের এই নিশ্চিন্ততা, স্বস্তি, শান্তি, কোন শক্তিই তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। এমন কি তাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হলেও সে নিশ্চিন্ত মনে ঝুলে পড়বে। 'ছোট খোদাদের নিকট আত্মসমর্পন করে নিজের জীবন বাঁচালাম না কেন', তা মনে করে কোন অনুতাপই তার মনে কখনো জাগবে না।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অবস্থা এ হতে পারে যে, সমগ্র সমাজ পরিবেশই তাওহীদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। নৈতিকতা, তামাদ্দুন সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, আইন, রসম রেওয়াজ, রাজনীতি, অর্থনীতি-জীবনের সকল বিভাগে সেসব নিয়ম-বিধান, বিশ্বাসও নীতিগতভাবে মেনে নেয়া হবে এবং কার্যত জারী হবে, যা আল্লাহতায়ালা তাঁর কিতাব ও তার রাসূলের মাধ্যমে পেশ করেছেন, আল্লার দ্বীন যাকে গুনাহ বলে, দেশীয় আইন উহাকেই অপরাধ গণ্য করবে, সরকারের প্রশাসন বিভাগ তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চেষ্টা করবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তা হতে বাঁচার জন্য মন ও চরিত্র গঠন করবে, মসজিদের মিম্বর ও মেহরাব হতে এরই বিরুদ্ধে আওয়ায বুলুন্দ হবে, সমাজ তাকে ঘৃণা করবে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও উহা নিষিদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর দ্বীন যে জিনিসকে ভালো ও নেক কাজ বলে, আইন তারই সমর্থন করবে, প্রশাসন শক্তি এরই উন্নয়নে নিয়োজিত হবে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থা মানসলোকে একে বদ্ধমূল করা ও স্বভাব প্রকৃতিতে এর বিকাশ দানের চেষ্টা করবে। মিম্বর ও মেহরাব হতে এর নসীহত প্রচার করা হবে, সমাজে এর প্রশংসা করা হবে, বাস্তব প্রচলনও হবে এর অনুকূলে, জীবন-জীবিকার সব কায়কারবার এরই অনুকূলে গড়ে উঠবে ও চলবে। এরূপ অবস্থা হলেই মানুষ মনের দিক এবং বাহ্যিক দিক এই উভয় দিক দিয়েই শান্তি, স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে। বৈষয়িক ও বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি-উৎকর্ষতা লাভের সকল দুয়ার তার সামনে উন্মুক্ত হবে। কেননা তার জীবনে আল্লাহর বান্দেগী ও অ-আল্লার বান্দেগীর সংঘর্ষ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

ইসলামের দাওয়াত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ইহাই যে, দ্বিতীয় অবস্থার সৃষ্টি হোক আর না হোক তাওহীদকেই সে সর্বাবস্থায় নিজের দ্বীন রূপে অবশ্যই গ্রহণ ও অনুসরণ করবে এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদের সহিত মুকাবিলা করে সে আল্লাহরই বন্দেগী করতে থাকবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় ও শেষোক্ত অবস্থাই যে ইসলামের আসল অবস্থা সৃষ্টি করা এবং সকল নবী-রাসুলগণের যাবতীয় চেষ্টা সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য রয়েছে এমন এক উম্মতে মুসলিমার সৃষ্টি

www.waytojannah.com

করা, যারা কুফর ও কাফেরদের আধিপত্য হইতে মুক্ত হয়ে সুসংবদ্ধ সমাজ ও জামায়াত হিসাবেই আল্লার দ্বীন পালন করে চলবে। কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে বে-খবর এবং সাধারণ বিবেক বুদ্ধি শুন্য না হলে ব্যক্তিগত ঈমান ও আনুগত্য সৃষ্টিই নবী-রাসূলগণের সকল চেষ্টা ও সাধনার লক্ষ্য ছিল এবং দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণমাত্রায় কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত করা তাদের লক্ষ্যই ছিল না- এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

এখানে আল্ হামদুলিল্লাহ- সব তারীফ-প্রশংসা আল্লাহর-এর তাৎপর্য বুঝবার জন্য একটি পরিবেশ কল্পনা করতে হবে। মনে করুন, উপরোক্ত সওয়াল লোকদের সামনে পেশ করার পর প্রশ্নকারী ভাষণদাতা চুপ হয়ে গেলেন। তাওহীদের বিরুদ্ধবাদীদের নিকট এর কোন জওয়াব আছে নাকি, থাকলে তারা তা পেশ করবে, এর জন্য তিনি অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের পক্ষ হতে কোন জবাব দেয়া যখন সম্ভব হল না এবং উক্ত উভয় ধরনের ব্যক্তিই সমান- এই কথা যখন কেহ বলতে পারল না, তখন ভাষণদাতা বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ-সব তা'রীফ-প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও এই দুইটি অবস্থার মাঝে যে আসমান-যমীন পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতে পারছ এবং তোমাদের কেহ একথা বলবার সাহস রাখে না যে, একজন মনিবের বন্দেগী করা অপেক্ষা বহু সংখ্যক মনিবের বন্দেগী করা ভালো কিংবা উভয়ই সমান, সে জন্য আল্লাহর হাযার শুকর।

ফেরাউন ও তার বাহিনী ইতিহাস হয়ে গেল

স্বৈরাচারী শাসক ফেরাউন বানি ইসরাইলের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। তাদের পুরুষদের হত্যা করেছে, মহিলাদের জীবিত রেখেছে। মুসা আঃ তার কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলে তাকে অপমান, ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তার আয়াত দিয়ে মুসা আঃ কে ফেরাউনের নিকট দাওয়াত দেয়ার

জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। ফেরাউন দাওয়াত প্রত্যাখান করে। এক পর্যায়ে মুসা আঃ ও বানী ইসরাঈলকে ধরার জন্য সেনাবাহিনীসহ অভিযান চালায়। আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে নীলনদে ডুবিয়ে মারে। তার লাশকে পিরামিড আকারে শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে দিয়েছেন।

فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ ﴿٥٦﴾

আর পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তাদেরকে অগ্রগামী ও শিক্ষার দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম। –যুখরুফ ঃ ৫৬

মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ আল্লাহর এক বান্দাহ

হযরত ঈসা আঃ আল্লাহর এক বান্দাহ ও নবী ছিলেন। হযরত ঈসা আঃ বিনা পিতায় পয়দা হয়েছিলেন আল্লাহর ইচ্ছায়। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মাটি থেকে পাখি তৈরী করতে পারতেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। যে আল্লাহ বিনা পিতায় সন্তান পয়দা করতে পারেন, যে আল্লাহ মাটির পুত্তলিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন, যে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে পারেন তার পক্ষে তোমাদের এবং সমস্ত মানুষের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত করার কথা অসম্ভব মনে করার কোন ভিত্তি নেই। তিনি হযরত ঈসা আঃ কে সৃষ্টি করে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾

মরিয়ম পুত্র তো আর কিছুই ছিলনা, ছিল এক বান্দাহ্। তার প্রতি আমরা নিয়ামত দান করেছি এবং বণী ইসরাইলদের জন্য স্বীয় কুদরাতের এক বিশেষ নমুনা বানিয়েছি। –যুখরুফ ঃ ৫৯

www.waytojannah.com

দুনিয়ার জীবন একটা মনভুলানো খেলা

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাত দুটি জীবন সৃষ্টি করেছেন। একটা ক্ষনস্থায়ী ও একটা স্থায়ী। ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে যেভাবে কর্ম করবে আখেরাতের স্থায়ী জীবনে তারই ফল ভোগ করতে হবে। দুনিয়ার রঙ্গীন জীবনের চাকচিক্যময় গোলক ধাধায় পড়ে আখেরাতের স্থায়ী জীবনকে ভূলে থাকলে চরম খেসারত দিতে হবে। হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী 'দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত'- এই ক্ষেতে যেমন আবাদ হবে আখেরাতে ফসল তেমন ভাল হবে। দুনিয়ায় যেমন বৃষ্টির পানিতে জমি থেকে সবুজ গাছপালা ও উদ্ভিদ জন্মায় এরপর হলুদ হয়ে পেকে যায়, অতঃপর তা ফেটে ভূসি হয়ে যায়। ঠিক তেমনি মানুষ ছেলেবেলা থেকে যৌবন অতঃপর বার্ধক্য এসে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং আখেরাতের জীবন শুরু হয়।

اَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ
فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

ভালভাবে জেনে নাও, এ দুনিয়ার জীবনটা শুধু একটা খেলা, মন ভুলানো উপায়, বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরের গৌরব অহংকার করা। ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির দিক দিয়ে একজনের চেয়ে অন্যজন অগ্রসর হয়ে যাবার চেষ্টা মাত্র। এটা ঠিক এ রকম যেমন এক পশলা বৃষ্টি হল, তা থেকে সবুজ শ্যামল গাছপালা উদ্ভিদ দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল, পরে সেই ফসল পেকে যায় আর তোমরা দেখ তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর ভূষিতে

পরিণত হয়। এর বিপরীত হচ্ছে আখেরাত, তা এমন স্থান যেখানে কঠিন আজাব আছে, আর আছে আল্লাহর ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনটা একটা ধোঁকা-প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। –হাদীদঃ ২০

শয়তান কুফরী করতে বলে কেটে পড়ে

একজন বিবেকহীন মানুষ সকল কাজ করে মানুষের বিবেচনা করে- আল্লাহর ভয়ে কাজ করে না। কোন কাজ যখন সে করে আল্লাহর বদলে মানুষের পছন্দ অপছন্দ বিবেচনা করে। যারা এ ধরণের কাজ করে তারা অবিশ্বাসী ও শয়তানের বন্ধু, শয়তান যা বলে তাই করে।

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾

فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾

তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত। প্রথমে সে লোকদের বলে- 'কুফরী কর'। আর যখন সে কুফরী করে বসে তখন সে বলে 'আমি তোমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত', আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় পাই। পরে তাদের উভয়ের এটাই নিশ্চিত পরিনাম যে তারা দুজনই চিরকালের জন্য জাহান্নমী হবে। আর জালেম লোকদের প্রতিফল এটাই হয়ে থাকে। –হাশরঃ ১৬-১৭

কিতাবধারী অমান্যকারীগণ ভারবাহী গাধার মত

অমান্যকারী কিতাবধারীগন সেই গাধার মত যার পিঠে বহু কিতাব চাপানো হয়েছে। গাধার কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। তার পিঠের উপর লাকড়ীর বোঝা চাপানো আর মূল্যবান কিতাব সমূহ চাপানো একই কথা। সে তার পিঠের বহনকৃত জিনিষের কোন পার্থক্য বুঝে না। তার কাছে বোঝা বোঝাই, সেটা

পাথরের বোঝা হোক আর স্বর্ণের বোঝা হোক, গাধার তাতে কোন কিছু যায় আসে না। আল্লাহর কিতাব তওরাত যাদের জন্য দেয়া হয়েছিল তারাও তার গুরুত্ব বুঝে নাই। কিতাবের কোন মর্যাদা রক্ষা করে নাই। বরং সেই কিতাবকে তারা অস্বীকার করেছে, বিরোধীতা করেছে। তারা ঠিক গাধার মতই বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥﴾

যে সব লোককে তাওরাতের ধারক বানানো হয়েছিল, তারা তার ভার বহন করে নাই। তাদের দৃষ্টান্ত হল সেই গাধার ন্যায় যার পিঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এর চেয়েও নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল সেই সব লোকেরা যারা আল্লাহর আয়াতকে অসত্য মনে করে অমান্য করেছিল। এ ধরনের জালেম লোকদেরকে আল্লাহ হেদায়ত করেন না। –জুময়াঃ ৫

ঈমানদারের ঘরে কাফের এবং কাফেরের ঘরে ঈমানদার মহিলা

ঈমান গ্রহন করা ও ইসলামে দাখিল হওয়া একান্তভাবেই আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যাকে হেদায়াত করতে চায় সে হেদায়েত হয় না, বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দান করেন, সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। অতীতে ঈমানদার শুধু নয়, নবীর ঘরের সন্তান বা স্ত্রী হয়েও ঈমান আনতে পারেনি, মুক্তি পায়নি। আবার কাফেরের ঘরেও ঈমানদার পাওয়া গেছে। হযরত নূহ আঃ ও হযরত লূত আঃ এ দুজন নবীর দুজন স্ত্রী-ই ঈমান থেকে বঞ্চিত ছিল, কুরআনের পাতায় তারা বিশ্বাসঘাতকিনী হিসেবে উল্লেখিত। অপরদিকে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাফেরের স্ত্রী হয়েও ঈমান এনেছিলেন এবং দুনিয়াতেই জান্নাতের ঘর দেখতে পেয়েছিলেন।

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾

আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ ও লূত এর স্ত্রীদেরকে দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করছেন। এরা আমাদের দু'জন নেক বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আল্লাহর মুকাবিলায় তাদের ভূমিকা কোন কাজেই আসতে পারে নি। দু'জনকেই বলে দেয়া হয়েছে 'যাও, আগুনে প্রবেশকারী লোকদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর'। ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যখন সে দোয়া করছিল, হে আমার রব আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একখানি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ হতে রক্ষা কর আর জালেম লোকদের হতে আমাকে মুক্তি দাও। –তাহরীমঃ ১০-১১

জাহান্নামের কর্মকর্তার সংখ্যাটি কাফেরদের জন্য ফেতনা

জাহান্নামের কর্মচারী ফেরেশতা সংখ্যা হবে ১৯ জন। একথা জানার পর কাফেররা অভিযোগ করল। আদম আঃ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল বড় বড় পাপীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং এত বিশাল সংখ্যক লোককে আযাব দেয়ার জন্য মাত্র ১৯ জন ফেরেশতা কর্মচারী থাকবে?

www.waytojannah.com

আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতাদের অসাধারণ শক্তির কথা ঈমানদার লোকদের জানা আছে, ফলে জাহান্নামের ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯ জন ফেরেশতা যথেষ্ট- এ বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অপরদিকে কাফেররা অবিশ্বাসের কারণে এ ধরনের প্রশ্ন তোলে।

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَـٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَـٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَـٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ

﴿٣١﴾

আমরা জাহান্নামের কর্মচারী ফেরেশতা বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়েছি। আহলে কিতাব লোকেরা যেন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে ও ঈমানদারদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায়। আহলে কিতাব ও মোমিনগণ কোন রূপ সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে যেন না থাকে। অন্তরের রোগী ও কাফেরগন বলবে এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলে আল্লাহ কি বুঝাতে চান? এভাবে আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন, যাকে চান হেদায়েত করেন। তোমাদের রবের সেনাবাহিনীকে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না, আর এর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে লোকদের পক্ষে এ থেকে নসীহত লাভ সম্ভব হয়। –মুদ্দাস্সিরঃ ৩১

সুতা কাটার পর তা ধ্বংস করা

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার 'সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এর দায়িত্ব দিয়েছেন। ইনসাফ বা সুবিচার কায়েম, ইহসান করা ও আত্মীয়স্বজনকে দান করা এ দায়িত্ব

পালনের অন্তর্গত। তিনি অন্যায়, জুলুম নির্লজ্জ ও পাপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা আলমে আরওয়াহ বা রুহের জগতে মানুষের কাছ থেকে এ শপথ নিয়েছেন। পাকাপোখত ওয়াদার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়েছে। তাই ওয়াদা পালন করতে হবে- এটা লংঘন করা যাবে না।

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ
أَنكَٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ
أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

তোমাদের অবস্থা যেন সেই নারীর মত না হয় যে নিজেই খাটা-খাটুনী করে সুতা কেটেছে পরে নিজেই তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রতারনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছ। যেন একদল অপর দল অপেক্ষা বেশী ফায়দা লাভ করতে চাও। অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন। অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিনে বিরোধপূর্ণ বিষয় তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দিবেন। –নাহলঃ ৯২

গাছ-কলম, সমুদ্র-কালি হলেও আল্লাহর প্রশংসা শেষ হবে না

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না। এত নিয়ামত তিনি মানুষের জন্য দিয়েছেন যে তা গুনতে চাইলেও গোনা যাবে না। তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই সকলের উচিত সকল সময় আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা করা। দুনিয়ার অন্যান্য সকল সৃষ্টি

আল্লাহর তসবীহ ও প্রশংসা করছে, মানুষেরও তাই করা উচিৎ যেহেতু আল্লাহ তার জন্যই অন্যান্য সৃষ্টিগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

যমিনে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত) তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তা হলেও আল্লাহর কালাম শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী।

–লোকমানঃ ২৭

আল্লাহর ভয়ে পাহাড়ও ধ্বসে যায়

কুরআন মাজিদ আল্লাহর এক বিশাল ও মহান আমানত। মানুষের কল্যাণের জন্য নাজিলকৃত কিতাব। এর গুরুত্ব অন্য সৃষ্টি বুঝলেও মানুষ বুঝে না বা বুঝতে চায় না। এখানে কুরআনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য পাহাড়ের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। কুরআন যেরূপভাবে আল্লাহর মহানত্ব ও বান্দাহর দায়িত্ব ও জবাব দেয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করেছে, যদি শক্ত সৃষ্টি পাহাড়ের বোধ থাকত যে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে তবে সেও ভয়ে কেঁপে উঠতো।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

আমরা যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে ও দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এ দৃষ্টান্ত গুলো আমরা লোকদের সামনে এ উদ্দেশ্যে পেশ করছি যে তারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে। –হাশরঃ ২১

তাদেরকে আবর্জনার মত করে ছুঁড়ে ফেললাম

যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, পূনরায় জীবিত হয়ে হিসাব নিকাশ দিতে হবে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর এ ওয়াদাকে অসম্ভব মনে করে তারা জালেম ও কাফের । তাদেরকে ডাস্টবিনে আর্বজনা ছুঁড়ে ফেলার মত করে ধ্বংসস্তুপে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ ﴿٤٠﴾

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

পরকালে উপস্থিত হবার কথা জাতির যে সব সরদাররা অস্বীকার করেছিল ও মিথ্যা মনে করেছিল, যাদেরকে দুনিয়ার জীবনে স্বচ্ছল করে রেখেছিলাম তারা বলল"এ ব্যক্তি কিছুই নয় বরং তোমাদের মতই মানুষ, তোমরা যা খাও, তারাই তাই খায়, আর তোমরা যা পান করো, তারাও তাই পান করে।

www.waytojannah.com

এখন তোমরা যদি নিজের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কবুল করো তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্থই হলে। লোকে তোমাদের বলে যে, তোমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাবে এবং হাড্ডিতে পরিনত হবে তখন (কবর হতে) বহিস্কৃত হবে। অসম্ভব অসম্ভব এ ওয়াদা- যা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর অন্য কোন জীবন নেই, এখানেই আমাদেরকে মরতে হবে ও বাঁচতে হবে। আর কখনও আমরা পূনরুত্থিত হব না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নামে শুধু মিথ্যা কথাই রচনা করে আমরা এর কথা কখনও মানব না। রাসুল বলল হে খোদা; এরা যে আমাকে মিথ্যা বলছে- এ ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য কর। জবাবে বলা হল সে সময় নিকটে যখন এরা নিজেদের কৃত কর্মের দরুন অনুতাপ করবে। শেষ পর্যন্ত সত্য সহকারে এক বিরাট দুর্ঘটনা তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল– আর আমরা তাদেরকে আবর্জনার মত করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম– দূর হও জালেম জাতি।

–মুমেনুন ঃ ৩৩- ৪১

নূহ, হুদ ও সালেহ জাতির মত আযাব থেকে হুঁশিয়ার

মাদয়ানবাসীর ভাই শোয়াইব আঃ তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আল্লাহর হুকুম মেনে নাও, তারই গোলামী কর তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমরা ওজনে ও পরিমাণে কম দিওনা। ঠিক ঠিক ভাবে ইনসাফ সহকারে পূর্ণ ওজন কর ও পূর্ণ মাপ দাও। লোকদের জিনিষে কোনরূপ ক্ষতি সৃষ্টি করো না। জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আমি তোমাদের সংশোধন করতে চাই, যতটুকু আমার সাধ্যে কুলায়। আমি যা কিছু করতে চাই, তার সবকিছুই আল্লাহর দেয়া তওফীকের উপর নির্ভরশীল। তার উপরই আমার আশা, আমি সব ব্যাপারেই তার দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ
قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

www.waytojannah.com

হে আমার জাতির ভাইসব। আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এমন অবস্থার সৃষ্টি না করে যে শেষ পর্যন্ত তোমাদের উপর সেই আযাবই এসে পৌছে যায় যা নূহ, হুদ ও সালেহ জাতির উপর এসেছিল। আর লুতের জাতি তো তোমাদের হতে খুব বেশী দূরে না। –হুদঃ ৮৯

কারুনকে ও তার প্রাসাদকে জমীনে পুঁতে ফেললাম

۞ إِنَّ قَـٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

নিশ্চয় কারুন ছিল মুসার জাতিরই এক ব্যক্তি। সে নিজের জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল। আমরা তাকে এত বেশী সম্পদ দিয়েছিলাম যে তার চাবি বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টকর হত। একবার যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলল আনন্দে আত্মহারা হয়ো না। যারা আনন্দে আত্মহারা হয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে না।

আল্লাহ তোমাকে যে ধন সম্পদ দিয়েছেন তা দ্বারা পরকালের ঘর বানানোর চিন্তা করো, অবশ্য দুনিয়ায় নিজের অংশগ্রহণ করতে ভুলো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না, আল্লাহ মুফসেদীনদের ভালবাসেন না।

সে বলল এসব কিছু আমাকে আমার নিজের এলেমের কারণে দেয়া হয়েছে। সে কি জানতো না আল্লাহ তার পূর্বে বহু লোককে ধ্বংস করেছেন যারা তার অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তি ও জনবলের অধিকারী ছিল। অপরাধীদেরকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না। –কাসাসম ঃ ৭৬-৭৮

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ
ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾
فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ
ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

একদিন সে খুব জাকজমক সহকারে তার জাতির সামনে বের হল, দুনিয়ার জীবনের আকাঙ্খী ব্যক্তিরা তাকে দেখে বলল, হায়! কারুনকে যা দেয়া হয়েছে আমরাও যদি তা পেতাম, লোকটি বড় ভাগ্যবান। কিন্তু যারা প্রকৃত এলেমের অধিকারী ছিল তারা বলল 'তোমাদের জন্য দুঃখ। আল্লাহর পুরস্কার তার জন্য উত্তম যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে কিন্তু ধৈর্যশীল লোক ছাড়া তা কেউ পেতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার প্রাসাদকে জমীনে পুঁতে ফেললাম। আল্লাহ ছাড়া তাকে তার দলের কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারল না। –কাসাস ঃ ৭৯-৮১

www.waytojannah.com

আদম আঃ এর দু'পুত্রের গল্প

আদম আঃ এর দুপুত্রের গল্পটি শুনিয়ে দাও। তারা দুজনই যখন কুরবানী করল তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হল অন্যজনের কবুল করা হল না। সে (কাবিল) বলল আমি তোমাকে (হাবিলকে) হত্যা করব। হাবিল বলল 'আল্লাহ তো মুত্তাকী লোকদের কুরবানী কবুল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হস্ত উত্তোলন কর তবে আমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত তুলব না। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় করি।
আমি চাই আমার ও তোমার নিজের গুনাহ তুমি একাই নিজের মাথায় নিয়ে জাহান্নামী হয়ে যাও। জালেমদের জুলমের এটাই প্রতিফল। শেষ পর্যন্ত তার নফস্ নিজ ভাইয়ের হত্যাকার্যকে তার জন্য সহজসাধ্য করে দিল। সে তাকে খুন করল এবং ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের মধ্যে সামিল হয়ে গেল।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামকে ইহুদীরা হত্যা করতে চেয়েছিল যেমন কাবিল হিংসার কারণে নিজ ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। তার লাশকে লুকানোর জন্য কাবিল কাকের শিখানো পদ্ধতি গ্রহন করেছিল।

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾

তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে জমীন খুঁড়তে লাগল। সে নিজ ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকাবে তার পন্থা দেখিয়ে দিল। এ দেখে সে বলল 'আমার প্রতি ধিক! আমি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না। নিজ ভাইয়ের লাশ লুকাবার পন্থাও বের করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত সে নিজের কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত হল। –মায়েদা ঃ ৩১

www.waytojannah.com

হাদিসে জানা যায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম খুনের কান্ড ঘটিয়েছিল কাবিল। ফলে পৃথিবীতে যত খুনের ঘটনা ঘটে তার পাপের একটা অংশ কাবিলের ভাগে চলে যায়।

একটি সুন্দর জনপদ কুফরীর কারণে ধ্বংস হল

সাধারনত আল্লাহ তায়ালা কোন জনপদকে এমনি ধ্বংস করেন না। কিন্তু যখন সেই জনপদ কোন সীমা লংঘনমূলক কাজ করে, শিরক ও কুফরীতে জড়িয়ে পড়ে, মৌলিক মানবীয় গুনাবলীকে পদদলিত করে তখন তার উপর পরীক্ষা স্বরূপ শাস্তি পাঠানো হয়। আর এসব শাস্তি এ জন্য দেয়া হয় যে তারা স্বাভাবিকভাবেই সেই অপরাধ থেকে দূরে থাকবে এবং সুপথে ফিরে আসবে। এখানে এরকম এক জনপদের উদাহরণ দেয়া হচ্ছে–

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا
مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ
بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾
وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ
﴿١١٣﴾

আল্লাহ একটি জনপদের উদাহরণ দিচ্ছেন- জনপদটি শান্তি ও নিশ্চিন্ততার জীবন স্পর্শ করছিল চারিদিক থেকে সেখানে প্রাচুর্যের রিজিক পৌছতে ছিল। অতঃপর সে জনপদ আল্লাহর নিয়ামতের কুফরী করতে শুরু করে ছিল। তখন আল্লাহ তার অধিবাসীদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহন করালেন যে, ক্ষুধা ও ভয়ভীতির মসীবত সমূহ তাদের উপর চেপে বসল। তাদের নিকট তাদের নিজস্ব লোকের মধ্য হতে একজন রসুল আসল, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আযাব এসে তাদেরকে ঘিরে ধরল। যখন তারা যালেম হয়ে গিয়েছিল।

–নাহল ঃ ১১২-১১৩

www.waytojannah.com

বোবা-বধির আর ভাল মানুষ এক হতে পারে না

একজন ভাল মানুষ হক কথা বলে, হক কাজ করতে পারে। নিজে ভাল পথে চলতে পারে অন্যকেও ভাল পথে ইনসাফের সাথে চালাতে পারে। কিন্তু একজন লোক যে কথা বলতে পারে না, কথা শুনতে পায় না বোবা-বধির সে নিজেও ঠিকমত চলতে পারে না, অন্যকে ভালভাবে চালানোর প্রশ্নও উঠে না। তাই একজন ভাল মানুষ ও একজন বোবা-বধির কখনও এক হতে পারে না। আল্লাহর সাথে যারা তার সৃষ্টির কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করে তারা এতটাই মস্তবড় ভুল করে। আয়াতে এ কথাটির বলা হয়েছে–

◆ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, একজন হল গোলাম অপরের মালিকানাধীন। সে নিজে কোন ক্ষমতা এখতিয়ার রাখে না। অপর ব্যক্তি এমন যাকে আমরা নিজস্বভাবে উত্তম রিজিক দান করেছি। সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট খরচ করে। তোমরা বল এ দুজনই কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই সহজ কথাটি জানে না।

–নাহল ঃ ৭৫

মালিক ও গোলাম সমান হতে পারে না

মালিক হয় স্বাধীন ও ক্ষমতাসম্পন্ন। অন্যদিকে গোলাম হয় পরাধীন ও ক্ষমতাহীন। গোলাম অন্যের কথা দ্বারা পরিচালিত আর মালিক স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত। তাই আল্লাহর সাথে যারা অন্যদের শরীক মনে করে তারা এত বড় ভুল করে থাকে। তারা নিজেরাই যখন তাদের অধীনে কোন গোলামকে তাদের সমান মনে করেনা, তখন কীভাবে তারা আল্লাহর

সাথে তার সৃষ্টি ও অধীন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে তার শরীক মনে করতে পারে? সাধারণ বুদ্ধি থাকলেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করতে পারে না।

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

আল্লাহ আর একটি উদাহরন দিচ্ছেন, দুজন লোক একজন বোবা বধির, কোন কাজ করতে পারে না, নিজেই তার মনিবের উপর এক বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোন একটি ভাল কাজও তার দ্বারা হয় না। অপর একজন আছে এমন যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় আর নিজেও সঠিক সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে। বল এ দুজনই কি একই রকম? –নাহল ঃ ৭৬

পিপড়ার উদাহরণ

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

শেষ পর্যন্ত যখন তারা (সেনাবাহিনী) সকলে মিলে পিপড়ার প্রান্তরে পৌছল তখন একটা পিপড়া বলল– হে পিপড়ার দল নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়, এমন যেন না হয় যে– সুলাইমান ও তার সেনাবাহিনী তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলবে, আর তারা তা টেরও পাবে না।

www.waytojannah.com

উপরোক্ত আয়াতে পিপড়া সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তারা একে অপরকে রক্ষা করার ব্যাপারে সদা সতর্ক। প্রবল বন্যার সময়ও তারা একে অপরের সাথে মিলে-মিসে পানিতে ভাসতে থাকে। তাদেরকে সহজে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। এই আয়াতে পিপড়ার সরদার তার অধিনস্ত পিপড়াদের প্রতি দায়িত্বপালন করে তাদের জীবন রক্ষা করেছে। মানব সমাজের এখান থেকে যথেষ্ট শিক্ষা নেয়ার আছে।

মানব সৃষ্টির উদাহরণ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

তোমরা কি কখনও চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ, তোমরা এই যে শুক্র নিক্ষেপ কর, তা হতে তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর, না উহার সৃষ্টিকর্তা আমরা? আমরাই তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে বন্টন ও নির্ধারণ করেছি। আর আমরা কিছুমাত্র অক্ষম নই। এ কাজ হতে যে তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিব এবং এমন একট আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করব, যা তোমরা জাননা।

–ওয়াকেয়া ঃ ৫৮-৬১

আল্লাহতায়ালা সুরা ওয়াকেয়ার ৫৮-৬১ এই ৪টি আয়াতে কিভাবে মানুষ তার অস্তিত্ব লাভ করছে এবং সুন্দরভাবে চলাফিরা করে এক সময় মৃত্যুর

কোলে ঢলে পড়ছে তার কথা উল্লেখ করেছেন। এই কটি আয়াতে যা বুঝানো হয়েছে তা হল–

১. মানুষ কিভাবে দুনিয়ায় আসল তা সে নিজেই জানে না।

২. এখানে সুস্থ থাকবে না অসুস্থ থাকবে, সুখে তার দিন কাটবে না দুঃখভরা জীবন কাটবে, তাও সে জানে না।

৩. কবে মরতে হবে তাও জানে না। তার কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী নয়, বরং আল্লাহ যেভাবে চাবেন সেভাবেই তাকে চলতে হবে এবং সেভাবেই তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মানুষ নিজে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে-দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি কেবলমাত্র এই একটি জিনিসের কথাই চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা করে, তা হলে কোরআনে বর্ণিত তাওহীদ শিক্ষার ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এবং পরকাল সংক্রান্ত শিক্ষার প্রতিও সন্দেহ থাকতে পারে না। পুরুষ তার শুক্রকীট স্ত্রীর গর্ভাধারে পৌছিয়ে দেয়, তার পরই তো হয় মানুষের সৃষ্টি। মানুষ সৃষ্টির ইহাই তো একমাত্র নিয়ম। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সেই শুক্রকীট হতে মানুষ সৃষ্টি হল কিভাবে? উহাতে মানুষের সন্তান জন্ম দিবার বিশেষভাবে ও কেবলমাত্র মানব সন্তানই জন্ম হবার যোগ্যতা কি আপনা আপনি এসেছে, কিংবা মানুষ নিজেই উহাতে এই যোগ্যতা দান করেছে? অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি উহাতে এই যোগ্যতার সৃষ্টি করেছে ? শুক্রকীট গর্ভাধারে যাওয়ার পর উহাতে গর্ভের সঞ্চার হওয়াই বা অবশ্যম্ভাবী করে দিল কে? তা অবশ্যম্ভাবি করে দেয়ার ক্ষমতা পুরুষটির কি নিজের আছে? আছে স্ত্রীলোকটির নিজের? কিংবা দুনিয়ার অপর কোন শক্তির হাতে সেই ক্ষমতা রয়েছে? শুক্রকীট পৌছার পরও গর্ভের সঞ্চার হওয়ার পর হতে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত সন্তানের বিভিন্ন পর্যায় ক্রমে সৃষ্টি ও লালন পালনের যে কার্যধারা চলেছে, প্রত্যেকটি সন্তানের সম্পূর্ণ ভিন্নতার আকার-আকৃতি লাভ, প্রত্যেকটি সন্তানের সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ধরনের দৈহিক ও মানসিক শক্তি সামর্থ প্রতিভা একটা বিশেষ আনুপাতিক হারে সঞ্চারিত হওয়া- যার ফলে উহার একটা বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তি হয়ে উঠা

www.waytojannah.com

সম্ভব হয়েছে- এই সব কিছু এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাজ, অন্য কারও দ্বারা এই সব করা হয়েছে কি? ইহাতে এক খোদা ছাড়া অন্য কারও শক্তি বা ক্ষমতার এক বিন্দু অংশ জড়িত আছে কি ?এই কাজটা কি পিতা-মাতা নিজেরা করে? করতে পারে? কিংবা করে কোন ডাক্তার কবিরাজ বা পীর-অলী-দরবেশ? অথবা কোন নবী বা রাসূল? তারা এই কাজ কি করে করতে পারে? তারা নিজেরাও তো এই একই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। তা হলে তারা নিজেরা যখন মায়ের গর্ভে ছিল তখন তাদের সম্পর্কে এই কাজ কে করেছে? কিংবা এই কাজকি সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররা করেছে? উহারা নিজেরাই তো একটা বিশেষ নিয়মে বন্দী, উহারা এই কাজ কিভাবে করতে পারে? অথবা করে সেই প্রকৃতি (Nature), যাহার নিজের কোন জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং ইচ্ছা-ক্ষমতা ও প্রয়োগ স্বাধীনতা বলতে কিছুই নাই?

গর্ভস্থ সন্তান পুরুষ হবে কি স্ত্রী, এই সিদ্ধান্ত করা কি আল্লাহ ছাড়া আর কারও ক্ষমতায় আছে? সেই সংগে সেই সন্তান সুন্দর-সুশ্রী হবে, না কুৎসিত-কদাকার, শক্তিশালী না দূর্বল, অন্ধ ও পঙ্গু হবে, না পূর্নাংগ ও সুস্থ অংগ-প্রত্যংগ সম্পন্ন, মেধাবী বুদ্ধিমান না মেধাহীন ও নির্বোধ.... এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা-ই বা কার? একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ কি এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও তা কার্যকর করতে পারে? জাতিসমূহের ইতিহাসে কোন সময় কোন জাতির মধ্যে কোন সব ভালো ভালো গুণ সম্পন্ন কিংবা খারাপ গুণের অধিকারী ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোক জন্ম লাভ করবে, যার ফলে সেই জাতির উত্থান ও উন্নতি হবে, কিংবা পতন ও বিপর্যয়ের দিকে চালিত করবে এক আল্লাহ ছাড়া এই বিষয়ের-ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কে নিয়ে থাকে? জিদ, অনমনীয়তা ও হঠকারিতায় নিমগ্ন না হয়ে থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে পারে যে, শিরক ও নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিতে এই সব প্রশ্নের কোন যুক্তি ও বিবেচনা সম্মত জবাব দেয়া সম্ভবপর নয়। এই সব প্রশ্নের যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি সম্মত একটি মাত্র জবাব-ই হতে পারে। আর সেই জবাব হল, মানুষ পুরোপুরিভাবে একমাত্র আললাহ তায়ালারই সৃষ্ট লালিত-পালিত ও সংগঠিত সত্তা। এই পর্যায়ে ইহার চূড়ান্ত কথা এবং এই কথার সত্যতা যথার্থতাই কারো কোন দ্বিমত থাকতে

পারে না। আর ইহাই যখন চূড়ান্তভাবে সত্য, তখন খোদারই সৃষ্ট ও লালিত-পালিত এই মানুষের কি অধিকার আছে নিজেদের স্রষ্টার মোকাবিলায় পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হবার দাবী করার? কি অধিকার আছে সেই এক খোদাকে বাদ দিয়ে অন্য কারও দাসত্ব ও বন্দেগী করার?

বস্তুত তওহীদের ন্যায় পরকাল সম্পর্কেও এই প্রশ্ন-ই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। মানুষের সৃষ্টি হয় এমন এক সুক্ষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণ্য হতে যা অধিক শক্তি সম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া অন্য কোন উপায়ে পরিদৃষ্টও হতে পারে না। এই কীট বা জীবাণূ নারী দেহের গোপনতম পরতের নিঃছিদ্র অন্ধকারে কোন এক সময় উহারই মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণীয় ডিম্বের সহিত মিলিত হয়। এই দুইটির সম্মিলনে একটি সূক্ষাতিসুক্ষ জীবন্ত কোষ (Living Cell) গড়ে উঠে। আর ইহাই হল মানব জীবনের সূচনা বিন্দু। এই কোষও এতই সুক্ষাতিসুক্ষ হয়ে থাকে যে, অণুবিক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত উহা কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই বিন্দুতম কোষকে উৎকর্ষ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ৯ মাসে ও কয়েক দিনের মিয়াদের মধ্যে মায়ের গর্ভাধারে একটি জীবন্ত মানুষ বানিয়ে দেন। এভাবে তার সৃষ্টি যখন সম্পূর্ণতা লাভ করে, তখন মায়ের দেহ নিজেই উহাকে বের করে পৃথিবীর বুকে ফেলে দেয় এখানে হউগোল ও গন্ডলোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন নয়, দুইজন নয়, কেবল আমি নই, তুমি নও-সমস্ত মানুষ-ই এই একটি মাত্র নিয়মেই দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছে এবং দিন-রাত তাদেরই মত লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্মলাভের ঘটনা নিজেদের চক্ষে দেখতে পাচ্ছে। এই সব কিছু সম্মুখে উজ্জ্বল-উদ্ভাষিত থাকা অবস্থায় একজন নিতান্ত অন্ধ ও নির্বোধ ব্যক্তিই বলতে পারে যে, যে আল্লাহ তায়ালা এই নিয়মে মানুষকে আজ সৃষ্টি করছেন তিনিই আগামীকাল কোন এক সময় নিজেরই সৃষ্ট এই সব মানুষকে অন্য কোন নিয়মে পূনর্বার সৃষ্টি করতে পারবে না। বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন সকলেই বলবে হ্যাঁ, তিনি পূনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

তোমাদেরকে সৃষ্টি করার ব্যাপারটির মত তোমাদেরকে মৃত্যু দান ও আমাদেরই ইচ্ছাধীন ব্যাপার হয়ে আছে। কে মায়ের গর্ভেই মৃত্যু বরণ করবে, কে জন্মলাভের পরই মৃত্যু মুখে পতিত হবে, আর কে কোন বয়স

পর্যন্ত পৌছার পর মরবে তা কেবলমাত্র আমরাই নির্ধারিত করি। যার জন্য মৃত্যুর যে সময়টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাকে দুনিয়ার কেহ কোন শক্তি-ই মারতে পারে না এবং সেই সময়ের পর পর্যন্তও কেহ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। যাদের মরবার তারা অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পন্ন হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তার-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শীদের চোখের সম্মুখেই মরে যায়। শুধু তাই নয়, এই বড় বড় ডাক্তাররা নিজেরাও নির্দিষ্ট মুহূর্তেই মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট এই সময়টা কারও জানা নেই, কেউ তা জানতেও পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের মৃত্যু কেহ রুখতেও পারে না। উপরন্ত তার মৃত্যু কোথায় কি ভাবে এবং কেমন করে সংঘটিত হবে তাও মৃত্যু মুহূর্তের পূর্বে কেহই জানতে পারে না– জানার সাধ্য কারও নেই।

তোমাদের বর্তমান রূপ ও আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করতে আমরা যেমন কিছুমাত্র অক্ষম ছিলাম না, অনুরূপভাবে তোমাদের সৃষ্টি পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য কোন ভাবে অন্য কোন রূপে অন্য কোন উপায়ে এবং ভিন্নতর বিশেষত্ব সহকারে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করাও আমার ক্ষমতার বিন্দু মাত্র বহির্ভূত নহে। তোমাদের বর্তমান সৃষ্টি ধারা হল, তোমাদের শুক্র মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করে এবং সেই গর্ভেই হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গমানব শিশুর রূপ ধারণ পূর্বক ভুমিষ্ট হয়। সৃষ্টির এই পদ্ধতি আমরাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের হাতে কেবল এই একটি ধরাবাধা সৃষ্টি পদ্ধতিই নাই। এমন নহে যে, আমরা এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পন্থা বা পদ্ধতি জানিই না বা তা প্রয়োগ-ই করতে পারি না। কিয়ামতের দিন আমরা তোমাদেরকে ঠিক সেই বয়সের লোকরূপেই পুরনায় সৃষ্টি করতে পারি, যে বয়সে তোমরা মৃত্যু বরণ করেছিলে। বর্তমানে তোমাদের দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিচয়ের পরিমাণ গ্রহণ করব। ফলে তোমরা সেখানে সেই সব কিছু দেখতে ও শুনতে পাবে, যা এখানে না দেখতে পাও, না শুনতে পাও। বর্তমান দুনিয়ার জীবনে তোমাদের চর্ম, তোমাদের হাত-পা,

www.waytojannah.com

চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ কথা বলার শক্তি হতে বঞ্চিত। কিন্তু মুখ ও জিহবা-যা নিছক অংগ প্রত্যংগেরই শামিল-কে বাক শক্তি তো আমরাই দান করেছি। কিয়ামতের দিন এখনকার মুখ ও জিহবার ন্যায় তোমাদের প্রত্যেকটা অংগ-প্রত্যঙ্গ, তোমাদের দেহের চামড়ার প্রত্যেকটি টুকরা আমাদের নির্দেশে কথা বলতে শুরু করবে।

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, আর এদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে যে এরা দুনিয়ায় কি কি করেছিল।

–সুরা ইয়াসিন ঃ ৬৫

وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে– তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে? এরা জবাবে বলবে– আমাদেরকে সেই খোদাই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি সম্পন্ন বানিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তারই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। –হা-মীম-আস্ সাজদা (ফুসসেলাত) ঃ ২১

বর্তমান দুনিয়ার তোমরা একটা নির্দিষ্ট করা একটা নিয়ম ও বিধানের ভিত্তিতেই হয়ে থাকো। আগামীকাল কিয়ামতের দিন তোমাদের জীবনের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটা নিয়ম বা বিধান রচনা করতে পারি, যার ফলে তোমাদের কখনও মৃত্যু হবে না। বর্তমানে তোমরা একটা বিশেষ মাত্রারই আজাব সহ্য করতে পারো উহার অধিক মাত্রার আজাব তোমাদেরকে দেওয়া

হলে তোমরা মরে যেতে বাধ্য হও। এই নিয়ম-ও আমরাই রচনা করে জারী করেছি। কিয়ামতের দিন আমরা তোমাদের জন্য এক ভিন্নতর নিয়ম রচনা করে দিতে পারি। সেই নিয়মাধীন তোমরা এমন এমন আজাব এত দীর্ঘকাল ও সময় পর্যন্ত ভোগ করতে সক্ষম হবে, তোমরা বর্তমানে যার কল্পনাও করতে পার না। সেখানে কঠিনতর ও কঠোরতম আজাব পেয়ে তোমরা মরে যাবে না। কোন বৃদ্ধ যুবক হয়ে যেতে পারে, কখনও রোগাক্রান্ত হবে না, তার দেহে কখনও বার্ধক্য আসবে না, চিরকালই সে একই বয়সের যুবক হয়ে থাকবে-এই কথা তোমরা আজকের দুনিয়ায় চিন্তা বা কল্পনাও করতে পার না। কিন্তু এখানে যৌবনের পর বার্ধক্য তো আমাদের তৈরী করা জীবন পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসারেই আসে। কিয়ামতের দিন আমরা তোমাদের জীবনের জন্য ভিন্নতর কোন নিয়মবিধান বানিয়ে দিব। সেই নিয়ম অনুযায়ী জান্নাতে পৌছার সংগে সংগে প্রত্যেক বৃদ্ধ যুবক হয়ে যাবে এবং তার যৌবন ও রোগহীন স্বাস্থ্য অক্ষয় ও শাস্বত হয়ে যাবে।

তোমাদেরকে প্রথমে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল পিতার দেহ হতে শুক্রকীট কিভাবে স্থলিত হয়েছিল ও উহার ফলে তোমাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছিল, মায়ের গর্ভ কবরের অপেক্ষা কম অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, সেই গর্ভে তোমাদেরকে ক্রমশ বিকাশ লাভের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত মানুষের রূপ দিয়ে দুনিয়ার বুকে বের করে আনা হয়েছে, একটি সূক্ষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুকে ক্রমবিকাশ ও ক্রমিক লালন-পালনের মাধ্যমে এই মন-মগজ, চক্ষু-কান ও হাত-পা সম্পন্ন একটি পূর্ণাংগ দেহ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই সংগে বিবেক-বুদ্ধি, চেতনা-অনুভূতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বুদ্ধি ও আবিস্কার-উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যবস্থাপনা ও আয়ত্তাধীন করে নেয়ার এই বিস্ময়কর যোগ্যতা-প্রতিভা সেই দেহকে দেয়া হয়েছে। মৃতদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করার তুলনায় ইহা কি কোন অংশে কম বিস্ময়কর ও অনন্য সাধারণ ব্যাপার? এই মহা বিস্ময় উদ্দীপক অসাধারণ ঘটনাটিকে যখন তোমাদের চোখের সম্মুখে নিত্য সংঘটিত হতে দেখতে পাচ্ছ আর উহার জীবন্ত অনস্বীকার্য প্রমাণ ও উজ্জল নিদর্শন হিসেবে

www.waytojannah.com

তুমি নিজেই যখন দুনিয়ায় বেঁচে আছ তখন তুমি ইহা হতে কেন কোন শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করছ না? যে আল্লাহর কুদরতে দিন রাত এই বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে সেই খোদার কুদরতেই জীবনের পর মৃত্যু, হাশরের ময়দানে উপস্থিতি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মুজিজাও সংঘটিত হতে পারে, তাহা তোমরা কেন বুঝতে পার না?

কৃষকের বীজ ও ফসলের উদাহরণ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾

ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

তোমরা কি কখনও চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছ, তোমরা যে বীজ বপন কর তা হতে তোমরা ফসল উৎপাদন কর না আমরা উৎপাদন করি। আমরা চাইলে এ ফসলকে ভূসি বানিয়ে দিতে পারি। আর তোমরা শুধু গাল-গল্প করেই বসে থাকবে যে, আমাদের উপর তো উল্টা চাটি পড়েছে। বরং আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে গেছে। –ওয়াকেয়া ঃ ৬৩-৬৭

যে রিজিক দ্বারা তোমরা লালিত-পালিত হয়েছ উহাও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন। তোমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে তোমাদের পিতা তোমাদের মায়ের গর্ভে শুক্রকীট নিক্ষেপ করে, এই কাজটুকু ছাড়া মানবীয় চেষ্টার আর কোন অংশই শামিল নয়। তোমাদের রেজেক সংগ্রহের ব্যাপারেও মানবীয় চেষ্টার অংশ শুধু এতটুকুই শামিল হয়েছে যে, কৃষক ক্ষেতে বীজ বপন করে। ইহার পর তার মূল ব্যাপারে আর কিছুই করণীয় নাই। কিন্তু যে জমিতে বীজ বপন করা হয় সেই জমি তোমাদের মানুষের

সৃষ্টি নহে। এই জমিতে মৌল উর্বরা শক্তি ও যোগ্যতা কোন মানুষ দান করে নাই। যেসব মৌল উপাদানে তোমদের খাদ্য সামগ্রী সংগৃহীত হয়, তাও তোমরা জোগাড় কর নাই। উহাতে যে বীজ তোমরা বপন কর, উহাকে বিকাশ দান ও প্রবৃদ্ধি লাভের যোগ্যতাও তোমরা সৃষ্টি কর নাই। সেই বীজের প্রত্যেকটি হতে সেই গাছ-ই অংকুরিত হয় যে গাছের সেই বীজ। এই যোগ্যতাও তোমরা এনে দাও নাই। এই চাষাবাদ ও বীজ বপনকে হিল্লোলিত চারাগাছে ভর্তি ক্ষেতে পরিণত করার জন্য মাটির ভিতরে যে কার্যক্রম এবং মাটির উপরে যে বাতাস, পানি, তাপ, শৈত্য ও মৌসূমী অবস্থার আবর্তন হওয়া প্রয়োজন, তন্মধ্যে কোন একটি জিনিসও তোমাদের কারও চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। এই সবকিছুই একমাত্র আল্লাহরই লালন-পালন ইচ্ছার বিস্ময়কর প্রকাশমাত্র। কেবলমাত্র তার-ই অস্তিত্বদানের ফলেই যখন তোমরা অস্তিত্ববান এবং তারই দেওয়া রিজিকে যখন তোমরা লালিত-পালিত, তখন সেই আল্লাহর মোকাবিলায় স্বাধীনতা-স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বনের কিংবা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারোও বন্দেগী দাসত্ব করার অধিকার তোমাদের কি করে থাকতে পারে?

এই আয়াতটির বাহ্যিক প্রকাশ হতে তাওহীদের স্বপক্ষে প্রমাণ মেলে। ইহা হতে তাওহীদ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইহাতে যে মূল কথা ও বক্তব্য রাখা হয়েছে একটু গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে উহাতেই নিহিত রয়েছে পরকাল হওয়ার অকাট্য দলীল। যে বীজ মাটিতে বপন করা হয় তা নিজস্বভাবে নিস্প্রাণ, মৃত। কিন্তু কৃষক যখন উহাকে মাটির কবরে সমাহিত করে, তখন আল্লাহ তায়ালা উহাতেই সেই উদ্ভিদ জীবনের সঞ্চার করে দেন যার ফলে উহা অংকুরিত হয় এবং হিল্লোলিত ক্ষেতে শ্যামল সবুজ মনোমুগ্ধকর শোভা মানব মনকে বিমোহিত করে। এই অসংখ্য 'মৃতলাশ' আমাদের চোখের সম্মুখে প্রতিদিন কবরের অভ্যন্তর হতে নবজীনের গান

www.waytojannah.com

করে। আমাদের নির্দেশে এই মেঘ এক বিশেষ হারে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যে এলাকার জন্য পানির যতটা অংশ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সে মেঘ তথায় ততটা অংশ-ই পৌছিয়ে দেয়। মহাশুন্যের উচ্চস্তরে এমন একটা শীতলতা ও শৈত্য আমরাই বানিয়ে রেখেছি যার দরুন এই বাষ্প পুনরায় পানিতে রুপান্তরিত হয়ে যায়। আমরা তোমাদেরকে কেবল অস্তিত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকিনি। তোমাদের লালন-পালনের এই সমস্ত ব্যবস্থা আমরা-ই করে থাকি। কেননা এই সব না হলে তোমাদের জীবন টিকে থাকা সম্ভবপর নহে। মোট কথা তোমাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র আমাদেরই সৃষ্টি ক্ষমতার ফসল। এমতাবস্থায়, আমাদের সৃষ্টির ফলে অস্তিত্ব লাভ করে আমাদেরই রিজিক খেয়ে ও আমাদেরই পানি পান করে যখন তোমরা বেঁচে থাকতে পারছ তখন আমাদেরই মোকাবিলায় তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হবে কিংবা আমাদের বাদ দিয়ে অন্য কারও বন্দেগী করবে, এই অধিকার তোমাদেরকে কে দিয়েছে? এই অধিকার তোমরা কোথায় পেলে?

এই বাক্যাংশে আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও কর্মকৌশলের এক অতীব বিস্ময়কর এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির নির্দেশ করা হয়েছে। পানির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে বিস্ময়কর বিশেষত্ব রেখেছেন তন্মধ্যে ইহাও একটি বিশেষত্ব যে, উহাতে যত জিনিসই সংমিশ্রিত হোক না কেন, তাপের দরুন উহা যখন বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়, তখন সমস্ত বাতাসে উড়ে যায়। এই বিশেষত্ব পানিতে না থাকলে উহার বাষ্পে পরিবর্তিত হবার সময়ও উহাতে সেই সমস্ত জিনিসই শামিল থাকত যা পানি থাকা অবস্থায় উহাতে সংমিশ্রিত ছিল। এই রুপ অবস্থায় সমুদ্রসমূহ হতে যে বাষ্প উত্থিত হত তাহাতে সমুদ্রের লবণও শামিল থাকত এবং উহা বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হলে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে লবণাক্ত জমিতে পরিণত করে ফেলত। উহা পান করে মানুষ জীবন রক্ষা করতে পারত না উহার দরুন কোন প্রকার উদ্ভিদও অংকুরিত হতে পারত না। তা হলে পানি হতে লবন নিষ্কাষণের এই অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য কাজটি অন্ধ বধির-নির্বোধ বিশ্ব প্রকৃতি দ্বারা আপনা-আপনিই

www.waytojannah.com

সুসম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে যার মগজে সামান্য বুদ্ধিও আছে এমন কোন ব্যক্তি কি এই কথা বিশ্বাস বা দাবী করতে পারে? লবণাক্ত সমুদ্র হতে মিষ্ট পানি উত্থিত হয়ে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হবার এই বিশেষত্বটি, পরে নদ-নদী, খাল-বিল ও কুপ-পুকুররূপে পানি পরিবেশন ও জলসেচের এই বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়ার এই সুন্দর ব্যবস্থা রচনা করেছেন, তিনি সবদিক বুঝে শুনে ও বিচার-বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় এই উদ্দেশ্যে করেছেন যে, উহা তার সৃষ্টিকুলের জীবন ও প্রতিপালনের মাধ্যম ও উপায় হয়ে দাঁড়াবে। যেসব সৃষ্টি লবণাক্ত পানিতে বাঁচতে ও লালিত-পালিত হতে পারে, তিনি সেই সব জীব সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন এবং উহাতেই তারা খুব সুন্দরভাবে জীবন যাপন করছে। কিন্তু শুষ্ক জমি ও বাতাসে সৃষ্ট জীবের জীবন ও লালন-পালনের জন্য মিষ্ট পানি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বৃষ্টি ব্যবস্থা কার্যকর করার পূর্বেই তিনি পানির মধ্যে এই বিশেষত্ব রেখে দিয়েছেন যে, উহা তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত হওয়াকালে উহাতে সংমিশ্রিত কোন জিনিস সংগে নিয়ে উত্থিত হবে না বরং উহা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উত্থিত হবে।

অন্য কোথাও তোমাদের কেহ কেহ এই বৃষ্টিবর্ষণকে দেব-দেবীর কীর্তি মনে করে ,আর কেউ কেউ সমুদ্র হতে বাষ্পের উর্ধ্বে-উত্থিত হওয়া এবং পরে পানিতে পরিণত হয়ে বর্ষিত হওয়াকে একটা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন আবর্তন মনে করে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ও না– শোকরী করছে? কেহ উহাকে আল্লাহর রহমত মনে করলেও উহার দরুণ আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করা যে বান্দাহর কর্তব্য এবং ইহা আল্লাহর অধিকার, তা স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু ইহা কেন? আল্লাহর এত বড় নিয়ামত ভোগ ও উহা হতে উপকৃত হচ্ছো, আর উহার জবাবে তোমরা কেন কুফরি শিরক্ এবং ফাসেকী ও নাফরমানী করছো? তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শোকর আদায়কারী বান্দাহ হচ্ছো না কেন?

আগুনের উদাহরণ

এখানে আল্লাহ তায়ালা আগুনের উদাহরণ দিয়ে তার কুদরতী শক্তি বুঝাতে চেয়েছেন। যে আগুন মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে সেই আগুন ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। প্রতিদিন প্রতি বেলাতে আগুন দিয়ে রান্না করে তাকে খেতে হয়। সেই প্রয়োজনীয় আগুনকে আল্লাহ গাছ থেকে তৈরী করেছেন।

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾

نَحْنُ جَعَلْنَـٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَـٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

তোমরা কি কখনও চিন্তা করে দেখেছ, যে আগুন তোমরা জ্বালাও? সেই গাছ তোমরা বানিয়েছ না তার সৃষ্টিকারী আমরা? আমরা উহাকে স্মরণের মাধ্যম প্রয়োজনশীলদের জন্য জীবনউপকরণ বানিয়েছি। অতএব হে নবী, তোমার মহান রবের নামে তসবীহ করতে থাক।।

–ওয়াকেয়া: ৭১-৭৪

এখানে তিনি-গাছ বা কাষ্ঠ বলতে হয় বুঝিয়েছেন সেই গাছ যা হতে আগুন জ্বালাবার জন্য কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়, অথবা মার্খ বা গাকার নামক সেই গাছ বুঝানো হয়েছে যার শ্যামল-সবুজ-সতেজ ডালগুলির একটার উপর অপরটির আঘাত লাগিয়ে আগুন জ্বালাবার নিয়ম প্রচলিত ছিল প্রাচীনতম আরব সমাজে। তখন সেখানে এভাবেই আগুন জ্বালানো হত।

এই আগুনকে স্মরণের মাধ্যমে বা 'স্মারক' বানানোর তাৎপর্য হল ইহা এমন জিনিস যা সব সময় জ্বলে ও জ্বালিয়ে থাকে, মানুষকে তার ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত আগুন না হলে মানুষের জীবন জীবজন্তুর জীবন হতে ভিন্নতর কিছু হত না। মানুষ যে জীবজন্তুর ন্যায় কাঁচা ও অ-রান্না করা খাদ্য খাবার পরিবর্তে উহা রান্না করে খেতে শুরু করেছে এবং মানুষের জন্য

শিল্প ও আবিস্কার উদ্ভাবনীর নিত্যনতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে, তা কেবলমাত্র এই আগুন ব্যবহারের কারণেই। আল্লাহ তায়ালা যদি আগুন জ্বালাবার উপাদান-উপকরণই সৃষ্টি না করতেন, আগুনে জ্বলে এমন জিনিস না বানাতেন, তা হলে মানুষের উদ্ভাবনী যোগ্যতা প্রতিভার রুদ্ধদ্বার কখনই উন্মুক্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যে মহান সৃষ্টিকর্তা ও সুবিজ্ঞ-বিচক্ষণ লালন-পালনকারী, তিনি-ই মানুষকে এক দিকে মানবীয় গুনাবলী ও যোগ্যতা-প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে পৃথিবীতে তার এই গুণাবলী ও যোগ্যতা-প্রতিভা বাস্তবায়িত হবার অনুকুল দ্রব্যসামগ্রীও সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এ সবই কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালাই করেছেন মানুষ এ কথা বেমালুম ভুলে বসেছে। সত্য কথা, মানুষ যদি চরম গাফলতী ও অজ্ঞতা উপেক্ষার মধ্যে ডুবে না যায়, তা'হলে কেবলমাত্র এই আগুন-ই এই কথা স্মরণ করিয়ে দিবার জন্য যথেষ্ট হত যে, মানুষ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত উপভোগ করে তা সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই দান এবং তার ছাড়া আর কারও এই সব দান হতে পারে না।

এখানে মূল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে : মুকবিন, অভিধানিকগণ ইহার বিভিন্ন অর্থ লিখেছেন। কারও মতে উহার অর্থ, মরুভূমিতে অবতরণকারী বিদেশযাত্রা মুসাফির। কারও মতে উহার অর্থ ক্ষুধার্ত মানুষ। আবার কেহ কেহ লিখেছেন, উহা হতে উপকৃত হয়, তা খাদ্য রান্না করার কাজ,হোক বা আলো বা তাপ গ্রহণের কাজ হোক।

আগুনের এ উপকার পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তার গোলাম ও সৈনিক হয়ে তার আইন দুনিয়ায় চালু করার চেষ্টা কর এবং তার পবিত্রতা সর্বত্র ঘোষনা কর। আল্লাহ তায়ালার মহান পবিত্র নাম নিয়ে এই কথা প্রকাশ ও প্রচার করে দাও যে, কাফেররা আল্লাহ তায়ালার যেসব দোষ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দুর্বলতার কথা বলে, তিনি সে সব কিছু হতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। কুফর ও শিরকের প্রত্যেকটি আকীদা ও পরকাল অবিশ্বাসীদের কথার মধ্যে যে ভুলত্রুটি ও দূর্বলতা রয়েছে আল্লাহ তায়ালা সেই সব কিছুরই উর্দ্ধে।

সূচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ অসম্ভব

আল্লাহর আইন মেনে চলা সকলের জন্যই আবশ্যক। কারণ মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তার প্রয়োজনীয় সকল কিছুই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। অন্য যায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– আলা লাহুল খালকু অল আমরু 'সাবধান! সৃষ্টি যার আইন মানতে হবে তার'। এখন যদি কোন মানুষ আল্লাহর আইন না মানে বরং আল্লাহর আইনকে মিথ্যা মনে করে এবং আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করে, তাহলে সে এত বড় অপরাধ করে যার কোন তুলনাই হয় না। আল্লাহ তায়ালা সে জন্যই নিম্নোক্ত আয়াতে অসম্ভব একটি উদাহরণ পেশ করেছেন–

- তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।
- তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
- তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা এমনই অসম্ভব যেমন সূচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করা অসম্ভব। অর্থাৎ তাদের চিরস্থায়ী আবাস জাহান্নামেই হবে।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে তাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা ও চাদর নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এটা সেই প্রতিফল যা জালেম লোকদের দেয়া হবে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

নিশ্চয় জেনো যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা কখনও খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততটা অসম্ভব, যতটা অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উটের গমন। অপরাধী লোকেরা আমার নিকট এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। –আরাফ ঃ ৪০

www.waytojannah.com

উপসংহার

আল্লাহ তায়ালার দেয়া উদাহরণসমূহের মধ্য থেকে পাওয়া এসব উপদেশ গ্রহন করতে হবে। এসব উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহন করে আখেরাতের জীবনকে সফল করতে হবে। যারা চোখ থেকেও অন্ধ, কান থেকেও বধির, হৃদয় থেকেও অবুঝ, তারা সত্যিই গাফেল। তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু জানোয়ার হিসেবে বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

আমরা এই কুরআনে মানুষের হেদায়েতের জন্য তাদের সামনে নানা রকমের উদাহরণ সমূহ পেশ করেছি যেন এদের হুশ হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে গাফলতি পরিত্যাগ করে চোখ, কান, হৃদয় খুলে রেখে আল্লাহর দেয়া উপমা উদাহরণসমূহ হতে শিক্ষা গ্রহন করে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলার তৌফিক দিন- আমীন।

ওয়া আখেরো দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ।

= সমাপ্ত =

www.waytojannah.com

লেখকের অন্যান্য বই

- শেষ নিবাস
- ইসলামী আচরণ
- শ্রমিকের অধিকার
- আখেরাতের প্রস্তুতি
- ইউরোপে এক মাস
- আল্লাহর পথে খরচ
- আরব ভূখণ্ডে কিছুক্ষণ
- আল-কুরআনে সংলাপ
- দৌড়াও আল্লাহর দিকে
- নির্বাচিত হাজার হাদীস
- মালয়েশিয়ায় এক সপ্তাহ
- কারাগার থেকে আদালতে
- জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস
- সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন
- ওশর, আল্লাহর দেয়া একটি ফরজ
- Islam & Rights of Labours
- আল-কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প
- আল-কুরআন একনজরে একশত চৌদ্দ সূরা
- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড *অবলম্বনে* হাদীসের শিক্ষা
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী

আল-ইসলাহ্ প্রকাশনী

www.waytojannah.com